

# সহীহ আল বুখারী

২য় বন্ড

صحيح البخاری

عجلد رقم ۲

অধ্যায়-১২  
**كتاب البيوع**  
 (ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য)

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ২৭৫)

“আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদ হারাম করেছেন” (বাকারা : ২৭৫)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ (البقرة : ২৮২)

“হাঁ তবে যদি এমন ব্যবসায় (ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন) হয় যা নগদ আদান-প্রদান করে তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোন গুনাহ নেই।”-(সূরা আল বাকরা ২৮২)

১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণীতে যা বলা হয়েছে।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْهَوِيِّ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

سورة الجمعة : آية - ১১ - ১০ -

“নামায সমাধা হলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অবেষণে ব্যাপ্ত হও। আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে অবশ্যই সফলতা লাভ করতে পারবে। যখন তারা কোন ব্যবসা সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযে রত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা কিছু (মুমিনদের জন্য প্রস্তুত) আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসায় উপকরণ হতে উত্তম। আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা” (সূরা জুমুআ : ১০-১১)

মহান আল্লাহ আরও বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ”-(সূরা নিসা : ২৯)।

১৭.৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَنْكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَاهُمْ رِزَّةً يَكْثُرُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ إِخْوَاتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْفِلُهُنَّ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلَا بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَكَانَ يَشْفِلُ إِخْوَاتِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًا مُسْكِنًا مِنْ مَسَاكِينِ الصَّفَةِ أَعَى حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ لَنْ يَيْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبُهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ نَمْرَةً عَلَى حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.

১৯০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, তোমরা বলে থাক আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বহু (অধিক সংখ্যক) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু আনসার ও মুহাজিরদের কি হল যে, তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে আবু হুরাইরার মত অত হাদীস বর্ণনা করতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকেন। আর আমার পেট ভরা থাকলে (ক্ষুধার্ত না হলে) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহচর্য আবশ্যকীয় মনে করি। সুতরাং তারা যখন [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে] অনুপস্থিত থাকে, আমি তখন উপস্থিত থাকি। তারা যখন ভুলে যায়, আমি মনে রাখি। আর আমাদের আনসার ভাইদের আর্থিক কারবারের ব্যস্ততায় খুব কম ফুরসত মিলে। আমি আহলে সুফফাদের মধ্যে একজন গরীব ব্যক্তি। তারা [আনসারগণ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শোনা কথা] ভুলে যায় কিন্তু আমি সযত্নে মুখস্থ রাখি। কোন এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) (হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে) কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমার কোন কিছু বলার সময় যদি কেউ তার বস্ত্র বিছিয়ে দেয় আর আমার কথা শেষ হবার পর তা গুটিয়ে নেয়, তাহলে আমি যা বলবো তা সবই সে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারবে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, (একথা শুনে) আমি আমার গায়ের চাদর বিছিয়ে রাখলাম এবং তিনি কথা শেষ করলে আমি তা গুটিয়ে নিয়ে আমার বক্ষে চেপে ধরলাম। সে সময় থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন কথাই ভুলিনি।

১৯.৫. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَأَنْظُرُ أَيَّ زَوْجَتِي هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتُهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سَوْقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سَوْقٌ قَيْنُقَاعَ قَالَ فَقَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَاتَى بِاقْطِ وَتَمَنَّى قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغَدُوَّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَكْثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَقَتْ قَالَ زَيْنَةَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَافَةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أُولَئِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯০৫. ইবরাহীম ইবনে সা'দ (রঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তীর পিতা ও তীর দাদার সূত্রে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এবং সা'দ ইবনে রাবীর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। এরপর সা'দ ইবনে রাবী বললেন, আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার সম্পদের অর্ধেক অংশ তোমাকে প্রদান করব। আর আমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ হয় তাকে আমি তোমার জন্য তালাক প্রদান করব। (তালাকের) পর সে হালাল হলে (তার ইদ্দত পূর্ণ হলে) তাকে বিবাহ করে নেবে। এসব কথা শুনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, এ সবে আমার প্রয়োজন নেই, বরং এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র আছে কি না তা আমাকে জানান। সা'দ ইবনুর রাবী (রা) বললেন, হাঁ কায়নুকার বাজার আছে। সা'দ বলেন, পরদিন আবদুর রহমান বাজারে গিয়ে পনির ও ঘি খরিদ করে আনলেন। এরপর তিনি প্রতিদিন সকালে যেতে থাকলেন। অল্প কিছু দিন পর দেখা গেল আবদুর রহমান রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন, সে সময় তার শরীরে সদ্য বিয়ের চিহ্ন পরিষ্কৃত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিয়ে করেছ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কাকে বিয়ে করেছ? তিনি উত্তর দিলেন, এক আনসার মহিলাকে। পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, মোহর কত দিয়েছ? জবাব দিলেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, এখন তাহলে একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহভোজের ব্যবস্থা কর।

১৯.৬. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَأَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غَنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزْوَاجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي

عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقْطًا وَسَمِنًا فَآتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ  
فَمَكَّنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضُرَّ مِنْ صَفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ  
مَهَيْمٌ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سَقَتْ إِلَيْهَا قَالَ  
نَوَاءٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزَنَ نَوَاءٌ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯০৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) মদীনায় আগমন করলে নবী (সঃ) তার সাথে সা'দ ইবনুর রবীর জাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। সা'দ ছিলেন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আমার সম্পদ দু'ভাগ করে এক ভাগ তোমাকে দিচ্ছি আর তোমাকে বিবাহও করিয়ে দিচ্ছি। (একথা শুনে) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে বরকত দান করুন। বাজার কোথায় আমাকে তাই বলে দিন। এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা করে লভ্যাংশের পনির ও ঘি নিয়ে পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে আসলেন। অল্প কিছু দিন যেতে না যেতেই একদিন তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে দেখা গেল তাঁর দেহ থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, মোহর কত দিয়েছ? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বললেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, একটা বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা কর।

١٩٠٧. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاطٌ وَمَجْنَةُ وَتَوَالِمَجَارِ اسْوَأَقًا فِي  
الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَانَهُمْ تَأْتُمُوا فِيهِ فَتَزَلَّتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
عَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ .

১৯০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উকায, মাজেরা ও যুল-মাজায় ছিল জাহিলী যুগের বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র। ইসলামী যুগে মুসলমানরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করা অপসন্দ করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়, “হজ্জ মওসুমে এসব ব্যবসা কেন্দ্রে ব্যবসার মাধ্যমে তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর তবে তাতে কোন দোষ হবে না।” ইবনে আব্বাস (রাঃ) এভাবেই তিলাওয়াত করেছেন।

২-অনুচ্ছেদ : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝখানে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বিষয়।

১. হজ্জের মওসুমে আরবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের জোর তৎপরতা থাকত। অন্য সময়ে সাধারণতঃ এরূপ তৎপরতা থাকত না। এজন্য বিশেষ করে হজ্জ মওসুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এ ধারণা গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, হজ্জ মওসুম ব্যতীত বৃষ্টি এসব জায়গায় ক্রয়-বিক্রয় দৃশ্যীয়।

১৯.৮. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِيَ حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

১৯০৮. নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, হালাল (বিষয়সমূহ) সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। সুতরাং গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন বিষয় যদি কেউ বর্জন করে তাহলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গোনাহর বিষয়েও ছেড়ে দেবে। আর যে কাজ করলে গোনাহ হওয়ার সন্দেহ থাকে এমন কাজ কেউ করার দুঃসাহস করলে সে প্রকাশ্য গোনাহর কাজেও জড়িয়ে পড়বে। গোনাহসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণক্ষেত্র। যে নিষিদ্ধ চারণ ক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণ করবে তার সেখানে (নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে) অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাই বেশী রয়েছে।

৩-অনুচ্ছেদ : মুতাশাবিহাত বা সন্দেহজনক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা। হাসসান ইবনে আবু সিনান বলেছেন, তাকওয়ার মত সহজতম বিষয় আর কিছু আমি দেখিনি। যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে তা বর্জন কর আর যা সন্দেহে নিক্ষেপ করে না তা গ্রহণ কর।

১৯.৯. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَرَزَعَمْتُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاعَرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِيَّابِ التَّمِيمِيِّ.

১৯০৯. উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল যে, সে (মহিলাটি) তাদের উভয়কে (উকবা ও তার স্ত্রীকে) দুধ পান করিয়েছে। উকবা ইবনুল হারিস এসে নবী (সঃ)-এর নিকট তা বর্ণনা করলেন। (একথা শুনে) নবী (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন, যে কথা বলা হয়েছে তার পরেও তুমি আর কিভাবে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারো? উকবার স্ত্রী ছিল আবু ইহাব তামিমীর কন্যা।<sup>২</sup>

২. তরজমাভুল বাব বা অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক এই যে, অনুচ্ছেদ শিরোনামে সন্দেহজনক কিছু বা বিষয়কে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাটি এসে উকবা ইবনুল হারিসকে যা বলল তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে, সত্যিই উকবা ও তার স্ত্রী মহিলাটির দুধপান করেছিলেন। এটা শুধুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। আর এ সন্দেহের কারণেই নবী (সঃ) হাদীসে বর্ণিত কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ সন্দেহজনক ব্যাপারে সর্বাঙ্গীত বিষয়টি পরিত্যাগের নীতি অবলম্বন করতে বলেছেন।

১৭১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عْتَبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مَنِيَّ فَأَقْبَضَهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১৯১০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াকাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাসকে এ মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, যাম'আর দাসীর গর্ভজাত পুত্র আমার ঔরসজাত। (আমার মৃত্যুর পর) তাকে এনে গ্রহণ করবে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, (মক্কা) বিজয়ের বছর সা'দ ইবনে আবু ওয়াকাস তাকে গ্রহণ করে বললেন, এ হল আমার ভাইয়ের সন্তান। তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসিয়ত করেছিলেন (যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি তাকে গ্রহণ করে আনবে)। তখন আব্দ ইবনে যাম'আ বাধা দিয়ে বললেন, সে আমার ভাই, কারণ সে আমার পিতার দাসীর সন্তান। যেহেতু সে তার বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর দু'জনই বিষয়টি নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকটে গমন করলেন। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ তো আমার ভাইয়ের সন্তান। আমার ভাই তার সম্পর্কে আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন। আব্দ ইবনে যাম'আ বললেন, সে তো আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর সন্তান, সে তারই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আব্দ ইবনে যাম'আ! সে তোমারই। নবী (সঃ) এরপর বললেন, যার বিছানায় জন্ম নেবে সন্তান তারই হবে। আর ব্যতিচারীকে পাথর বর্ষণ করতে হবে। তারপর নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রী যাম'আর কন্যা সাওদাকে বললেন, তুমি এর সামনে পরদা করবে। কেননা নবী (সঃ) দেখলেন উতবার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সে (দাসীর সন্তানটি) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্যে না পৌছা (মৃত্যুবরণ করা) পর্যন্ত আর সাওদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত লাভ করেনি।

১৭১১. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بَحْدَهُ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي فَاجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ

لَمْ أَسْمَعْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ  
وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخِرِ.

১৯১১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে তীর বিদ্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি তা ধারাল দিক থেকে আঘাত করে থাকে তবে খাও, কিন্তু তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার হয়ে থাকলে খেয়ো না। কেননা তা মৃত। আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি শিকারের জন্য বিস্মিল্লাহ বলে আমার কুকুর ছাড়ি। কিন্তু শিকার ধরার পর আরও একটি কুকুর শিকারের সাথে দেখতে পাই যার উপর আমি বিস্মিল্লাহ পড়িনি। আর আমি জানিও না যে, উভয়টির মধ্যে কোনটি শিকার ধরেছে। নবী (সঃ) বললেন, ঐ শিকার খেয়ো না। কেননা তুমি তোমার কুকুরটি পাঠাবার সময় বিস্মিল্লাহ বলেছ, অপরটির জন্য তো বলনি।

৪-অনুচ্ছেদ : সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৯১২. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْ لَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً  
لَأَكَلْتُهَا.

১৯১২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটা পতিত খেজুর দেখে বললেন, এটা সাদাকার খেজুর সন্দেহ না থাকলে আমি এটি খেয়ে নিতাম।

৫-অনুচ্ছেদ : যারা ওসওয়াসা সৃষ্টিকারী ও অনুরূপ বিষয়সমূহকে সন্দেহযুক্ত জিনিস মনে করেন না।

১৯১৩. عَنْ عُبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شَكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ  
يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ  
رِيحًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ لَا وَضُوءَ إِلَّا فِيمَا وَجَدَتْ الرِّيحُ  
أَوْ سَمِعَتْ الصَّوْتَ.

১৯১৩. আব্বাদ ইবনে তামীম (রাঃ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করা হল, কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যেই তার উয়ু নষ্ট গিয়েছে কি না এ ধরনের ওসওয়াসার শিকার হলে তার নামায নষ্ট হবে কি? উত্তরে নবী (সঃ) বললেন, যতক্ষণ শব্দ বা গন্ধ না পাবে ততক্ষণ তার নামায নষ্ট হবে না। ইবনে আবু হাফসা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যতক্ষণ তুমি গন্ধ না পাবে বা শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পুনর্বীর উয়ুর প্রয়োজন হবে না।

১৯১৪. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ



لَا نَذِرِي أَذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ آمَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَلُوهُ-

১৯১৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এক দল লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না তারা যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি না। নবী (সঃ) বললেন, তোমরা তা বিসমিল্লাহ বলে খাও।

৬-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

“যখন তারা কোন ব্যবসার সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায়, তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে যা কিছু প্রস্তুত আছে তা খেল-তামাশা (সাময়িক আনন্দ-ভৃগু) ও ব্যবসার উপকরণ হতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা।” (আল-জুমু‘আ : ১১)।

১৯১৫. عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَابَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَفَزَعَتْ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا.

১৯১৫. জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। এ সময় শাম (সিরিয়া) থেকে উটের একটি বহর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পৌছলে সবাই সে দিকে ছুটে গেল। নবী (সঃ)-এর সাথে নামাযে মাত্র বারজন লোক অবশিষ্ট থাকল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলঃ “যখন তারা কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়।”

৭-অনুচ্ছেদ : কোথা থেকে কিতাবে অর্থ উপার্জিত হল-এ ব্যাপারে যারা মোটেই পরওয়া করে না।

১৯১৬. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ.

১৯১৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে, যখন সে তার উপার্জন হালাল না হারাম পন্থায় করল তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন বোধ করবে না।

৮-অনুচ্ছেদ : বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য করা। আল্লাহ বলেন :

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

“তারা হচ্ছে এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা-বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না” (নূর : ৩৭)। কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, [নবী (সঃ)-এর সময় ঈমানদার] লোকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল হলেও যখনই আল্লাহর কোন হুকুম তাদের সামনে আসত, তখনই তারা তা আদায় করত। ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসায়-বাণিজ্য এ ব্যাপারে তাদেরকে গাফিল করতে পারত না।

১৯১৭. عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيًّا فَلَا يَصْلُحُ

১৯১৭. আবুল মিনহাল (রঃ) বলেন, আমি বারআ ইবনে আযেব (রাঃ) এবং যারদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-কে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় আমরা দু'জন ছিলাম বণিক। আমরা সোনা ও রূপার মুদ্রা বিনিময় অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ যদি হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ নগদ আদান-প্রদান হয় তাহলে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি বাকি হয় তাহলে তা জায়েয নয়।

৯-অনুচ্ছেদ : বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্গত হওয়া। মহান আল্লাহর বাণী :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . سورة الجمعة : آية - ١٠

“নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবী-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা রিযিক) অন্বেষণ করতে থাক। আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে” (জুমুআ : ১০)।

১৯১৮. عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى ففَرَغَ عُمَرُ

فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ قَيْسٍ إِذْ نَزَلُوا لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ  
كُنَّا نُوْمِرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَأْتِيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيْتَةِ فَاَنْطَلِقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ  
فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ  
فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ عُمَرُ أَخْفَى هَذَا عَلَى مَنْ أَمَرَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ الْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ .

১৯১৮. উবায়দ ইবনে উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। হয়ত তিনি (উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং আবু মূসা (রা) ফিরে গেলেন। উমর (রা) কাজ সমাধা করে বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের কথা শুনতে পাইনি? তাঁকে আসতে বলা। বলা হলো, তিনি ফিরে গিয়েছেন। তিনি (উমর) তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে বললেন, আমাদেরকে এ আদেশই দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে)। তিনি (উমর) বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কি কোন প্রমাণ দিতে পারবেন? তিনি আনসারদের মজলিসে উপনীত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, আমাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী আবু সাঈদ খুদরীই এ ব্যাপারে বলতে পারবে। তারপর তিনি আবু সাঈদ খুদরীকে সাথে নিয়ে উমরের নিকট গেলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশও কি আমার কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে ব্যস্ত থাকাটাই এ ব্যাপারে আমাকে গাফিল করে রেখেছিল।

১০-অনুচ্ছেদ : নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য। মাতার (রঃ) বলেছেন, এতে (সামুদ্রিক বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই। আর এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে যা বর্ণনা করেছেন তা সম্পূর্ণ যথাযথ। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেন:

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ - سورة النحل: آية - ١١

“তোমরা দেখে থাক জাহাজসমূহ সমুদ্র বন্ধ চিরে এগিয়ে চলে আর এভাবে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানী (রিযিক) অব্বেষণ করে থাকো” (নাহল : ১৪)।

এক বচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত ‘আল-ফুল্ক’ অর্থ নৌযান। মুজাহিদ বলেছেন, জাহাজ বাতাসের বুক চিরে চলে। আর একমাত্র বড় জাহাজসমূহ বাতাসের শক্তিতে চলে। লাইছ .... আবু হুরাইরার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [রসূল (সঃ)] বনী ইসরাঈলের এক লোক সম্পর্কে বললেন, সে নৌ-বাণিজ্যে বের হয়ে নিজের সমস্ত (আর্থিক) প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এরপর তিনি পুরা হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

## ১১-অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا . قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ  
مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

“তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে আল্লাহর নিকট যা কিছু প্রদত্ত আছে তা ব্যবসায় এবং খেল-তামাশার উপকরণের চাইতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা” (জুমু‘আ : ১১)।

তিনি (আল্লাহ) আরও বলেন : رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ .

“সেই সব লোক যাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না।” কাতাদা বলেছেন, ঐ লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকত। তবুও যখনই আল্লাহর কোন হুক বা অধিকার পূরণের দাবী তাদের সামনে আসত তখন তাঁরা তা ঠিক ঠিক আদায় করতেন। এ ব্যাপারে ব্যবসায় বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় তাদেরকে গাফিল করে দিতে পারত না।

١٩١٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْتُ عَيْرٌ وَتَحَنُّنُ نُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ  
فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ  
لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا .

১৯১৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একটা (বাণিজ্য) কাফেলা আগমন করলে বারজন লোক ছাড়া সবাই নবী (সঃ)-কে ফেলে (নামাযরত রেখে) সেদিকে ছুটে গেলে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ “তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে (একাকী নামাযে) দন্ডায়মান রেখে সেদিকে ছুটে যায়।”

## ১২-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ . . . . . وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ২৬৭)

“হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ কর এবং ডুমি ও ক্ষেত থেকে আমি যা কিছু তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি তা থেকে খরচ কর (দান-সদকা কর)। এসব জিনিস থেকে অপেক্ষাকৃত নিকট মানের জিনিস খরচ করার সংকল্প

করো না। (কারণ এভাবে যদি তোমাদেরকে প্রদান করা হয় তবে) নম্রতা প্রকাশ ব্যতীত তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে চাইবে না। জেনে রেখ, আল্লাহ প্রয়োজন বোধের উর্ধে এবং সর্বাধিক প্রশংসিত” (বাকারাহ : ২৬৭)।

১৭২. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.

১৯২০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার ঘরের খাদ্যদ্রব্য ক্ষতির মনোভাব না নিয়ে দান করলো, যেহেতু সে দান করেছে এজন্য সে পুরস্কার পাবে। তার স্বামী উপার্জন করার জন্য পুরস্কার পাবে আর রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করবে। তাদের এক জনের কারণে অন্যের পুরস্কারের পরিমাণ হ্রাস পাবে না।

১৭২। عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسَبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.

১৯২১. হাম্মাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে নবী (সঃ) থেকে (হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার আদেশ বা অনুমতি ছাড়াই দান (সদকা) করলে সে (নারী) ঐ দানের সওয়াবের অর্ধাংশ লাভ করবে।

১৩-অনুচ্ছেদ : প্রচুর পরিমাণে রিযিক কামনাকারী ব্যক্তি।

১৭২২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَيْسُطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يَنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

১৯২২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি চায় তার রিযিকের ক্ষেত্র প্রসারিত হোক এবং এরপরও তার সুনাম বাকী থাক, সে যেন (নিকট) আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

১৪-অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা।

১৭২৩. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً بِرَعَا مِنْ حَدِيدٍ.

১৯২৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করেছিলেন।

১৯২৪. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَبْزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنْ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ .

১৯২৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি যবের রুটি ও কিছু দুর্গন্ধযুক্ত যাইতুন তৈল নিয়ে মদীনায় নবী (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি এক ইহুদীর কাছে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখে স্বীয় পরিবার-পরিজনদের জন্য কিছু যব নিয়েছিলেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট কোন সন্ধ্যায়ই এক সাও গম বা এক সা' পরিমাণ কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য থাকেনি। অথচ সে সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ : ব্যক্তির নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা।

১৯২৫. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِي وَشَغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ .

১৯২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করা হলে তিনি বলেন, আমার লোকেরা জানে যে, আমার পেশা আমার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের সার্বক্ষণিক কাজে নিযুক্ত হলাম (এখন নিজের জন্য কোন কাজ করতে পারছি না)। তাই আবু বকরের সন্তান সন্তুতি ও পরিবার পরিজন এখন থেকে এ মাল (বায়তুল মালের সম্পদ) থেকে খেতে থাকবে আর সে [আবু বকর (রাঃ)] মুসলমানদের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

১৯২৬. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عُمَالًا أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ .

১৯২৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ রুজি উপার্জনের জন্য নিজেরাই দৈহিক পরিশ্রম করতেন। এ কারণে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ আসত। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা গোসল করলে ভাল হত।

১৭২৭. عَنْ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَأَنْ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

১৯২৭. মিকদাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতেন।

১৭২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

১৯২৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন।

১৭২৯. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْئَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.

১৯২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ কাঠ সঞ্চার করে তার বোঝা পিঠে বহন করে রুজি উপার্জন করলে তা তার জন্য লোকের কাছে ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম। আর যার কাছে ভিক্ষা চাওয়া হল সে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

১৭৩০. عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحَبَّهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.

১৯৩০. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের যে কোন লোকের জন্য মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে রশি নিয়ে জংগলে গিয়ে কাঠ সঞ্চার করে জীবিকা অর্জন করা অনেক ভাল।

১৬-অনুচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে কেউ তার পাওনা ফেরত চাইলে নম্রতার সাথে চাওয়া উচিত।

১৭৩১. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.

১৯৩১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়-বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে।

১৭-অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি সচ্ছল ও বিদ্বশালী ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান করে।

১৭৩২. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ أَمْرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَحَاوَزُوا عَنْهُ -

১৯৩২. হযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ তার রুহের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ? লোকটি বলল, আমি আমার কর্মচারীদের (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) সচ্ছল হলেও তাকে অবকাশ দেয়ার জন্য এমনকি অব্যাহতি চাইলে অব্যাহতি দেয়ার জন্যও নির্দেশ প্রদান করতাম। বর্ণনাকারী হযাইফা (রা) বলেন, নবী (সঃ) বললেন, এ কথা শুনে ফেরেশতাগণও তাকে অব্যাহতি প্রদান করলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ : অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্তদের অবকাশ প্রদান করা।

১৭৩৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ -

১৯৩৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, একজন বণিক লোকদের কর্তৃক প্রদান করত। কিন্তু সে (তার ঋণ গ্রহীতাদের) কাউকে অসচ্ছল ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখলে নিজের লোকদেরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও। হতে পারে এজন্য আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ সত্যিই তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ : ক্রেতা এবং বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর দোষ-গুণ গোপন না করে বরং পরস্পরকে অবহিত করা ও একে অপরের কল্যাণ কামনা করা। আদ্বাআ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে এ মর্মে লিখে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সঃ) আদ্বাআ ইবনে খালিদের নিকট থেকে (অমুক জিনিস) খরিদ করলেন। এ ক্রয়-বিক্রয় একজন মুসলমানের সাথে অপর একজন মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়ের মত, এর মধ্যে কোন রোগ-ব্যাধি, অবাধ্যতা বা চুরির দোষ নাই। কাতাদা বলেন, 'গায়েলা' শব্দের অর্থ হল যিনা, চুরি ও পলায়ন। ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কোন দালাল (গবাদী পশুর দালাল) খোরাसान ও সিজিস্তানের নাম করে বলে থাকে, গতকালই খোরাसान থেকে এসেছে অথবা আজই সিজিস্তান থেকে এসেছে (এ বিষয়ে আপনি কি বলেন)।



এটাকে তিনি সাংঘাতিকভাবে অপসাদ করলেন। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য দোষমুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দোষ প্রকাশ করে বলা ব্যতীত বিক্রি করা জায়েয নয়।

১৯৩৪. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

১৯৩৪. হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রয়ের জিনিসের দোষ বর্ণনা করে তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসের) দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

২০-অনুচ্ছেদ : বিভিন্ন রকমের (উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

১৯৩৫. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَرْزُقُ ثَمَرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخَلْطُ مِنَ الثَّمَرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلَا ثَرَاهِمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

১৯৩৫. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা বিভিন্ন রকমের খেজুর পেতাম অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর। আর সেগুলো আমরা (ভাল) এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' করে বিক্রি করতাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, এক সা' (খেজুরের) পরিবর্তে দুই সা' (খেজুর) এবং দু' দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম (বিক্রি করা) চলবে না।

২১-অনুচ্ছেদ : গোশত বিক্রেতা এবং কসাইদের সম্পর্কে।

১৯৩৬. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِعَلَامٍ لَهُ قَصَابٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةَ فَنَائِي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةِ فَنَائِي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَاتَّزَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ .

১৯৩৬. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু শুআইব নামক আনসারদের এক ব্যক্তি এসে তার কসাই কৃতদাসকে আদেশ প্রদান করল, আমাদের পাঁচ জনের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত কর। পাঁচ জনের একজন হিসেবে আমি নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করতে মনস্থ করেছি। কেননা আমি তাঁর (সঃ) চেহারায়া ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। পাঁচ জনের সাথে আরো এক ব্যক্তি আগমন করলে নবী (সঃ) বললেন, এ লোকটি আমাদের সাথে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার। আর যদি চাও সে ফিরে যাক, তাহলে ফিরে যাবে। আনসারী লোকটি বললো, না, সে ফিরে যাবে না, বরং আমি তাকে অনুমতি প্রদান করলাম।

২২-অনুচ্ছেদ : ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা ও বস্তুর দোষ গোপন করার কারণে বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

১৯৩৭. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرْكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৩৭. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার (উভয়েরই) থাকে। যদি তারা উভয়ে (এ ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (বিক্রেতা জিনিসের) দোষ বর্ণনা করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত দান করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসে) দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৩-অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে সফলতা অর্জন করতে পারবে” (আলে ইমরান : ১৩০)।

১৯৩৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

১৯৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তা হালাল বা হারাম পন্থায় অর্জিত হচ্ছে কি না এ কথা মোটেই চিন্তা করবে না।

২৪-অনুচ্ছেদ : সুদ গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

“যারা সুদ গ্রহণ করে তারা সেই লোকের মত যাকে স্পর্শের মাধ্যমে শয়তান উদ্ভ্রান্ত ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। কারণ তারা বলে, ব্যবসায়ের মুনাফাও তো সুদেরই অনুরূপ। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল ও সুদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির কাছে তার প্রভুর নিকট থেকে এ উপদেশ পৌঁছার কারণে সে সুদ থেকে বিরত হয়েছে তার অতীতের সুদ খাওয়া তো অতীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এর চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। কিন্তু তাদের প্রভুর তরফ থেকে নির্দেশ পৌঁছার পরও যারা সুদ খাবে তারা নিশ্চিতভাবে দোযখের বাসিন্দা, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে” (বাকারা : ১৭৫)।

১৭৩৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

১৯৩৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাখিল হলে সেগুলো নবী (সঃ) মসজীদে পড়ে শুনা লেন এবং মদের ব্যবসায় হারাম ঘোষণা করলেন।

১৭৪. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ آتَيْنِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَاتَّطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَكُلْتُ مِنْ هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرَّبَا.

১৯৪০. সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু’জন লোককে দেখলাম, তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে

একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত-নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমণ্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী (সঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন)? তারা (আমার সাথে লোক দু'জন) বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সুদখোর।

২৫-অনুচ্ছেদ : সুদখোরের গুনাহ। মহান আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ . وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের যেসব সুদের অর্থ লোকদের নিকট পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি এরূপ (এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ) না কর, তবে জেনে রাখ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা থাকল। আর যদি তওবা করে বিরত হও তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবার অধিকারী থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম হবে না। ঋণ গ্রহণকারী যদি অস্বচ্ছল হয়, তাহলে স্বচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদান কর। তবে ঋণের অর্থ যদি তাদেরকে সদকা হিসেবে দিয়ে দাও, তাহলে সেটা হবে অধিক কল্যাণকর, যদি তা তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও। যেদিন আল্লাহর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে সেদিনের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাল-মন্দ কৃতকর্মের যথাযথ ফল লাভ করবে এবং কোন অবস্থায়ই তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না” (বাকারাঃ ২৭৮-১৮১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটিই মহানবী (সঃ)-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

١٩٤١. عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي إِشْتَرَىٰ عَبْدًا حَجَّامًا

কিতাবুল বুযু

فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدِّمِّ وَنَهَى عَنِ الْوَأْشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرِّبَا . وَمَوْكِهِ وَلَعَنِ الْمُصَوِّرَ .

১৯৪১. আবু ইবনে আবু জুহায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি তিনি একজন রক্তমোক্ষণকারী কৃতদাস খরিদ করেছিলেন। পিতার আদেশে কৃতদাসটির রক্তমোক্ষণের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলা হল। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (সঃ) কুকুর ও রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে এবং উলকি অংকন করতে ও করাতে, সূদ দিতে ও নিতে নিষেধ করেছেন এবং চিত্র অংকনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَنْيَمٍ .

“আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং যাকাতের ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ ও অপরাধীকে মোটেই পছন্দ করেন না” (বাকারঃ ২৭৬)।

১৭৪২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ مَمْحُوقَةٌ لِلْبَرَكَةِ .

১৯৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ মিথ্যা শপথের দ্বারা পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধ্বংস হয়ে যায়।

২৭- অনুচ্ছেদ: ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ অপছন্দনীয়।

১৭৪৩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَالٌ يُعْطَى لِيُوقَعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا .

১৯৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে মুসলমানদের কাউকে ফাঁদে ফেলার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে-এ মাল সে যত দামে কিনেছে তা এখনও কেউ বলেনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ “যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে।”

২৮-অনুচ্ছেদ: স্বর্ণকারদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

তাউস (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ যেন কাটা না হয়। এ কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

এযখের ঘাস ব্যতীত। কেননা তা লোকের বাড়ীতে ও স্বর্ণকারদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তিনি (সঃ) বললেন, হী এযখের ব্যতীত।

১৭৬৬. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتِنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَاغًا مِنْ بَنِي قَيْنِقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِ وَأَسْتَعِينُ بِهِ فِي وَلِيْمَةٍ عُرْسِي .

১৯৪৪. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, গনীমাতের মাল থেকে আমি নিজের অংশে একটি উট লাভ করেছিলাম। [আর আল্লাহও তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট] গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে নবী (স) আমাকে একটি উট দান করেছিলেন। আমি রসূল (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমার সাথে (বিবাহের পর) বসবাসের জন্য তাঁকে উঠিয়ে আনতে ইচ্ছা করলে বনী কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারকে আমার সাথে নিয়ে গিয়ে (এক জায়গা থেকে) এযখের ঘাস আনার জন্য ঠিক করলাম এবং স্বর্ণকারদের নিকট তা বিক্রি করে তদ্বারা বিবাহের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব।

১৭৬৫. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَأِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّنْ نَّهَارٍ وَلَا يَخْتَلِي خَلَامًا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ لِقُطَّتْهَا إِلَّا لِمُعْرِفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْأَذْخَرُ لَصَاغَتَنَا وَلِسُقْفِ بَيْتُونَا فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخَرُ فَقَالَ عِكْرَمَةُ هَلْ تَدْرِي مَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تَنْحِيهِ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لَصَاغَتَنَا وَقُبُورُنَا .

১৯৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে মহা সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। আমার আগে বা পরে কোন সময় কারো জন্যই এখানে রক্তপাত হালাল করা হয়নি। আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছিল এক দিবসের কিছু সময়ের জন্য। এখানকার ঘাস উৎপাটিত করা যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারের কোন জন্তুকে তাড়া করা যাবে না এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যতীত কোন পড়ে থাকা বস্তুও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এসব কথা শুনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বললেন, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং বাড়ীর ছাদে ব্যবহারের জন্য এযখের ঘাস টাকার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি (সঃ) বললেন, হী এযখের ঘাস কাটার অনুমতি থাকল। ইকরামা বলেছেন, তোমরা কি জানো, শিকারের জন্তু বিতাড়িত করার অর্থ কি? তাকে ছায়ার নীচে থেকে বিতাড়িত করে নিজে সেখানে আরাম করা। আবদুল ওয়াহাব খালেদ

থেকে এ উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য (এযখের ঘাস কাটার অনুমতি প্রদান করুন)।

২৯-অনুচ্ছেদঃ কর্মকার সম্পর্কে।

১৭৬৬. عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاتَّيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَبِعْتُ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأَتْنِي مَالًا وَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِأَيْتِنَا وَقَالَ لَاؤْتَيْنَنَّ مَالًا وَلَدًا.

১৯৪৬. খাবাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমি কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে ঐগুলো পরিশোধ করতে বললে সে বললো, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে অস্বীকার করবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। একথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দান করে জীবিত না করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, তাহলে আগে আমাকে মরে জীবিত হতে দাও এবং তখন আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হলে তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ উপলক্ষে নাথিল হলঃ “তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নির্দেশ ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে। সে কি অদৃশ্য বিষয়কে জেনে নিয়েছে অথবা আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে” (মরিয়মঃ ৭৭)।

৩০-অনুচ্ছেদঃ দর্জীদের সম্পর্কে।

১৭৬৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَبِاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَطْعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرْقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

১৯৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈক দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করল। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমিও তাঁর (সঃ) সাথে সেই খাবার দাওয়াতে গেলাম। সেই দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে ভাজা রুটি, কদুর বোল ও গোশত পেশ করল। আমি দেখলাম, নবী (সঃ) পেয়ালার চারদিক থেকে লাউ খুঁজে খুঁজে খাচ্ছেন। আনাস ইবনে মালেক বলেন, সেদিন থেকে আমি লাউ খাওয়া পছন্দ করে আসছি।

## ৩১-অনুচ্ছেদ: তাঁতীদের কথা।

১৭৬৮. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَتْ اتَدْرُونَ مَا لِبُرْدَةٍ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي نَسِيتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُو كَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ الْيَنَّا وَأَنَّهَا إِزَارُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسِنِيهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا آيَاهُ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

১৯৪৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা চারদিকে নকসী করা একখানা বুরদাহ নিয়ে (নবী (সঃ)-এর কাছে) আসল। সাহল ইবনে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান বুরদাহ কাকে বলে? বলা হলো, হাঁ আমি জানি-পাড় বিশিষ্ট চাদর। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ কাপড়খানা আমি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য নিজ হাতে প্রস্তুত করেছি। নবী (সঃ) তা আগ্রহভরে গ্রহণ করলেন এবং পরে ইজার বা লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বস্ত্রখানা পরিধানের জন্য আমাকে প্রদান করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমিই নেবে। অতঃপর নবী (সঃ) কিছুক্ষণ ঐ মজলিসে থাকার পর ফিরে গেলেন এবং বস্ত্রখানা ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি ওটি চেয়ে মোটেই ভাল কাজ করনি। কেননা তুমি তো জান যে, কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরান না। লোকটি বলল, মৃত্যুর সময় আমার কাফন বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যেই আমি তা চাইনি। সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, পরে তা তার কাফনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

## ৩২-অনুচ্ছেদ: কাঠমিস্ত্রীদের সম্পর্কে।

১৭৬৯. عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمَنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مَرَى غُلَامَكَ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِيْ أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهَا.



১৯৪৯. আবু হাযেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দের কাছে (মসজিদের) মিষার সম্পর্কে জানার জন্য এসে জিজ্ঞেস করলেন। সাহল (রাঃ) একজন মহিলার নাম করে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অমুক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, তোমার কাঠমিস্ত্রী কৃতদাসকে আমার জন্য কাঠের একটা আসন তৈরী করতে বল। লোকদের সামনে বক্তব্য পেশ করার সময় আমি তার উপর উগবেশন করব। সুতরাং মহিলাটি তাকে বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা সেটি তৈরী করতে নির্দেশ প্রদান করল। তা প্রস্তুত করে আনলে মহিলাটি তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে প্রেরণ করল। নবী (সঃ)-এর নির্দেশে তা পাতা হল (মসজিদে স্থাপন করা হল)। তিনি তার উপর বসলেন।

১৯৫০. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنِّي غُلَامًا نَّجَارًا قَالَ إِن شِئْتُ قَالَ فَعَمِلْتُ لَهُ الْمَنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عَنْهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَائِنٌ ائِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ.

১৯৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক গোলাম কাঠমিস্ত্রী। আমি কি তার দ্বারা আপনাকে একটা বসার আসন তৈরী করে দেবে না? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে দিতে পার। তিনি (জাবের) বলেন, মহিলাটি তাঁর জন্য একটা মিষার প্রস্তুত করিয়ে দিল। অতঃপর জুমুআর দিন নবী (সঃ) ঐ মিষারে বসলেন (এবং বক্তব্য পেশ করলেন)। কিন্তু যে (মৃত) খেজুর গাছের কাণ্ডে ভর দিয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন সেই খেজুর গাছ এমন চিৎকার করে উঠল, যেন তা (শোকের) টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। নবী (সঃ) তখন মিষার হতে অবতরণ করে খেজুর গাছকে আকড়ে (বুকে) জড়িয়ে ধরলেন। খেজুর গাছটি তখন ফুঁপিয়ে ক্রন্দন শুরু করল, যেমন শিশুরা কান্না থামাবার সময় ফোঁপায়। পরে তা শান্ত হলে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহর গুণকীর্তন ও প্রশংসা যা কিছু সে শুনত, তা শুনতে না পেয়ে সে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই খরিদ করা।

ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমর (রাঃ)-র নিকট থেকে একটা উট ক্রয় করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, জনৈক মুশরিক

বকরীর পাল নিয়ে আগমন করলে নবী (সঃ) তার নিকট থেকে এটা বকরী খরিদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি জাবের (রাঃ)-র নিকট থেকেও একটা উট খরিদ করেছিলেন।

১৭০১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ بِرَعَةٍ.

১৯৫১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ইহুদীর কাছে তীর বর্ম বন্ধক রেখে বাকিতে কিছু খাদ্য ক্রয় করেন।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ চতুশ্পদ জন্তু ও গাধা ক্রয় করা। কোন জন্তু বা উট ক্রয়কালে বিক্রেতা যদি জন্তুটির পিঠের উপর আরোহণ করেই থাকে। এমতাবস্থায় জন্তুটির পৃষ্ঠ হতে অবতরণ না করা পর্যন্ত কি ক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমরকে বলেছিলেন, এ দুই ও অবাধ্য উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

১৭০২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزَاةً فَأَبْطَأَنِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَاتَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَى جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجِنُهُ بِمَحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكْفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرًا أَمْ ثِيْبًا قُلْتُ بَلْ ثِيْبًا قَالَ أَفَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنْ لِي أَخَوَاتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمَشِطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَلْكَسِ الْكَيسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمْلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوُجِدَتْهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ الْآنَ قَدِمْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قَدَعَ جَمْلَكَ فَأَدْخَلَ فَصْلَ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لَهُ أُوقِيَةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ لِي فِي الْأَمِيرَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَى الْجَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خَذْ جَمْلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ.

১৯৫২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক যুদ্ধে আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমার উট ধীরে চলছিল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নবী (সঃ) (পিছন থেকে) এসে আমার কাছে পৌঁছলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, জাবের নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? বললাম, আমার উটটি খুব ধীর গতিতে হাঁটছে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই আমি পিছনে পড়ে গেছি। এ কথা শুনে তিনি অবতরণ করলেন এবং উটটিকে চাবুক লাগালেন। এরপর বললেন, আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এবার আমি দেখলাম আমার উটকে টেনে ধরে রাখতে হচ্ছে যাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অতিক্রম করতে না পারে। নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ করেছি। তিনি (আবার) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে সে তোমার সাথে হাসি-তামাশা করত আর তুমি তার সাথে হাসি-তামাশা করত। আমি বললাম, আমার কয়েকটা ছোট বোন আছে। তাই এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করা ভাল মনে করলাম যে তাদের একত্রিত রাখতে পারবে, চুলে বিনুনী করে দিতে পারবে এবং তাদের সবাইকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। নবী (সঃ) বললেন, এবার তুমি মদীনায় পৌঁছে যাবে। সেখানে পৌঁছার পর তুমি প্রজার পরিচয় দেবে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ, বিক্রি করব। তিনি এক উকিয়া রৌপ্যের বিনিময়ে উটটি খরিদ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার আগেই (মদীনা) পৌঁছে গেলেন। আর আমি পরদিন সকালে পৌঁছলাম এবং মসজিদে উপস্থিত হলাম। মসজিদের দরজায়ই তাঁকে (সঃ) পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখনই আসলে নাকি? বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, উটটি রেখে মসজিদে প্রবেশ কর এবং দুই রাকআত নামায পড়। আমি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লাম। তিনি বিলালকে আমার জন্য এক উকিয়া রৌপ্য ওজন করতে বললেন। সে আমার জন্য রৌপ্য ওজন করল একটু বেশী। এ সময় আমি পিছন ফিরে চলে যেতে থাকলাম। তিনি বললেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে দাও। আমি (তখন মনে মনে) বললাম, এখন তিনি আমাকে উট ফেরত দেবেন। আর এর চাইতে ফেরত নেয়ার চাইতে অপছন্দনীয় ব্যাপার আমার নিকট তখন আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তুমি তোমার উট নিয়ে যাও এবং তার দামটাও নিয়ে যাও।

৩৫-অনুবাদঃ জাহিলী যুগের বাজার বা ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ যেখানে লোকেরা ইসলামী যুগেও কেনা-বেচা করেছে।

১৭৫৩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عَكَطٌ وَتَوُ الْمَجَارِ اسْوَقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأْتَمُّوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيهَا فَانْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

১৯৫৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে উকায, মাযেনা ও যুল-মাজায ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পর লোকেরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা গোনাহের কাজ মনে করতে থাকলে আব্বাহ তাআলা এ নির্দেশ নাযিল করলেনঃ “হজ্জের সময় (সেখানে বেচা-কেনা করায়) তোমাদের জন্য কোন গুনাহ নেই।” ইবনে আব্বাস (রা) এভাবেই পড়তেন।

৩৬-অনুচ্ছেদঃ অতি পিপাসার্ত এবং চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ক্রয়-বিক্রয়। যে কোন ব্যাপারে মধ্যম পন্থা বর্জনকারীকে ‘হাইম’ বলা হয়।

১৭০৫. عَنْ عَمْرِو قَالَ كَانَ هَهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ اَيْلٌ هَيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاَشْتَرَى تِلْكَ الْاَيْلَ مِنْ شَرِيكِ لَهُ فَجَاءَ اِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ بَعْنَا تِلْكَ الْاَيْلَ فَقَالَ مِمَّنْ بَعْتَهَا فَقَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ اِنْ شَرِيْكِي بَاعَكَ اَيْلًا هَيْمًا وَلَمْ يَعْرِفَكَ قَالَ فَاسْتَقْبَحَهَا فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَأْذِنُهَا قَالَ دَعْنَهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى سَمِعَ سَفِيَانُ عَمْرًا.

১৯৫৪. আমার ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এখানে নাওয়াস নামে একজন লোক ছিল। তার একটা পিপাসা রোগে আক্রান্ত (পানি পান করে শান্ত বা তৃপ্তি না হওয়া) একটা উট ছিল। ইবনে উমর (রাঃ) গিয়ে তার (নাওয়াস) এক অংশীদারের নিকট থেকে সেই উটটি খরিদ করে আনলেন। অতঃপর অংশীদার নাওয়াসের কাছে গিয়ে বলল, এ উটটি বিক্রি করে দিয়েছি। সে জিজ্ঞেস করল, কার নিকট বিক্রি করেছে? উত্তরে বলল, এরূপ আকার-আকৃতির একজন প্রবীণ লোকের নিকট। লোকটি বলল, সর্বনাশ। আব্বাহর শপথ! তিনি তো ইবনে উমর (রাঃ)। অতঃপর নাওয়াস তাঁর (ইবনে উমর রাঃ) কাছে এসে বলল, আমার অংশীদার আপনাকে চিনতে পারেনি, সে আপনার নিকট পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটা উট বিক্রি করেছে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, এটি হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। অতঃপর সে সেটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে তিনি আবার বললেন, রেখে যাও। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সিদ্ধান্তেই আমি সন্তুষ্ট। (তিনি বলেছেন) ছোঁয়াচে বলে কোন কিছু নেই।

৩৭-অনুচ্ছেদঃ গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এবং শাস্ত পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) অপছন্দ করেছেন।<sup>৪</sup>

৪. গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করলে তা দুষ্কৃতিকারীদের হাতে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এজন্য

১৯০০. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ يَغْنَى الدَّرْعَ فَبِيعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأْتَتْهُ فِي الْإِسْلَامِ.

১৯৫৫. আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হনায়েনের (যুদ্ধের) বছরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি আমাকে একটা লৌহবর্ম প্রদান করলে আমি সেটির বিনিময়ে বনী সালামা গোত্রের একটা বাগান ক্রয় করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর ওটাই ছিল আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ।

৩৮-অনুচ্ছেদ: আতর ও মেশক বিক্রেতাদের সম্পর্কে।

১৯০৬. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمَسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدُمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمَسْكِ أَمَّا تَشْتَرِيهِ وَأَمَّا تَجِدُ رِيحَهُ وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ تُؤْيِكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

১৯৫৬. আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সৎ এবং অসৎ বন্ধুর উপমা মেশক বিক্রেতা ও কামারের হাপর। মেশক বিক্রেতার নিকট থেকে তুমি শুণ্য হাতে ফিরে আসবে না। তুমি তার নিকট থেকে (কিছু মেশক) খরিদ করবে কিংবা (অন্ততপক্ষে) তার থেকে সুগন্ধ পাবে। কিন্তু কামারের হাপর তোমার শরীর অথবা কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তুমি তা থেকে একটা দুর্গন্ধ লাভ করবে।<sup>৫</sup>

৩৯-অনুচ্ছেদ: রক্তমোক্ষণকারীদের সম্পর্কে।

১৯০৭. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاஜِهِ.

১৯৫৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রক্তমোক্ষণ করলে তিনি তাকে এক সা' খেজুর প্রদান করতে আদেশ করলেন

ফেতনায় পরিবেশে অশান্তি বিক্রি করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-র মতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের শক্তিশ্রম অল্প প্রযুক্তিকারী উন্নত দেশগুলো এ নীতি মেনে চললে গোটা বিশ্বের কল্যাণ হত।

৫. সৎ সংগী ও বন্ধু সর্বাবস্থায়ই লাভজনক। কিন্তু অসৎ বন্ধু সর্বাবস্থায়ই ক্ষতিকর। সুতরাং বন্ধুত্বের ব্যাপারে সকলের সতর্ক থাকা উচিত। যে বন্ধুর ইমান ও আকীদা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা যে নাজিকতার অনুসারী তার সাহচর্য ইমান নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং এ ধরনের লোকের সাহচর্য থেকে দূরে অবস্থান করা উত্তম।

এবং তার মনিবকে তার প্রতিদিনের খারাজ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় অর্থের পরিমাণ হাস করার আদেশ দিলেন। ৬

১৯০৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْطَى الذِّي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ .

১৯৫৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন এবং রক্তমোক্ষণকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক প্রদান করেছিলেন। যদি রক্তমোক্ষণ হারাম হত তাহলে তিনি তাকে (পারিশ্রমিক) প্রদান করতেন না।

৪০-অনুচ্ছেদঃ যা পরিধান করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ সেই জিনিসের ব্যবসা।

১৯০৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ أَوْ سَيْرَاءَ فَرَأَاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسَلْ بِهَا إِلَيْكَ لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَتَسْتَمْتَعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعُهَا .

১৯৫৯. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উমরকে একখানা রেশমী চাদর অথবা রঙিন নকশা করা বস্ত্র পাঠালেন। পরে উমরকে সে কাপড় পরিধান করা অবস্থায় দেখে তিনি (সঃ) বললেন, আমি সেটা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি। ঐরূপ কাপড় যারা পরিধান করে (আত্মরাজ্যে) তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। আমি সেটা এজন্য তোমার কাছে পাঠিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রি করে উপকৃত হবে।

১৯৬. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكِرَامِيَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَ إِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ

৬. আতন ইবনে আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত যে হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে না হলেও বুঝা যায় যে, শিংগা লাগানো বা রক্তমোক্ষণ করা বৈধ বা হালাল নয়। কারণ আতন ইবনে আবু জুহাইফার পিতা রক্তমোক্ষণকারী ক্রীতদাসের রক্তমোক্ষণ কর্তব্যের জ্ঞাপাতি আদেশ দিয়ে নষ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই হাদীসে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রক্তমোক্ষণকর্ম শুধু বৈধ নয়, বরং এ কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণও বৈধ। কারণ নবী (সঃ) নিজের রক্তমোক্ষণ করানোর পর তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে এক সা' পরিমাণ খেজুর প্রদানের আদেশ করলেন এবং বাধ্যতামূলক দৈনিক উপার্জনও কম করে গ্রহণ করতে তার মনিবকে নির্দেশ দিলেন। আসল ব্যাপার হল, প্রথমোক্ত হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা পরবর্তী হাদীসটি মানসূহ করে দিয়েছে।

لَتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ  
يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُعَذِّبُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيَا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي  
فِيهِ هَذِهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ .

১৯৬০. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি ছবি সম্বলিত একটা বাগিশ খরিদ করেছিলেন। রসূলুগ্রাহ (সঃ) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি রসূলের চেহারায় অসন্তোষ ভাব লক্ষ্য করে বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি (জানতে চাই)? রসূলুগ্রাহ (সঃ) বললেন, এসব বাগিশ কেন? আমি বললাম, বাগিশটি আমি আপনার জন্য খরিদ করেছি। আপনি এর ওপর বসবেন এবং ঠেস দিবেন। রসূলুগ্রাহ (সঃ) বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেদিন বলা হবে, যা তোমরা তৈরী করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। তিনি (সঃ) আরও বললেন, যে ঘরে এসব ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।

৪১-অনুচ্ছেদঃ পণ্যের (মালের) মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার।

১৭৬১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ وَفِيهِ خَرِبٌ وَنُخْلٌ .

১৯৬১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছিলেন, হে বনী নাজ্জার! তোমরাই তোমাদের বাগানের দাম বল। সেই বাগানের অংশবিশেষ অনাবাদি ছিল এবং কিছু অংশে খেজুর গাছ ছিল।

৪২-অনুচ্ছেদঃ বিক্রয় বা ক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার কতক্ষণ থাকে?

১৭৬২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْنِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ .

১৯৬২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (তা বাতিল করার) ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা উভয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অথবা ক্রয়-বিক্রয় শর্তাধীন হয়। নافع (রাঃ) বলেছেন, ইবনে উমরের কোন (খরিদকৃত) জিনিস পছন্দ হলে তা ক্রয় করার পর তিনি বিক্রেতার নিকট থেকে (তাড়াতাড়ি) বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন।

১৯৬৩. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

১৯৬৩. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের তা (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার থাকে।

৪৩-অনুচ্ছেদ: এখতিয়ারের সময় নির্ধারিত না থাকলে ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয হবে?

১৯৬৪. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعٌ خِيَارٍ.

১৯৬৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) এখতিয়ার থাকে। অথবা যদি তাদের দু'জনের একজন অন্যজনকে বলে, গ্রহণ কর। রবীর বর্ণনায় কখনো এরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলো।

৪৪-অনুচ্ছেদ: ক্রেতা ও বিক্রেতার বেচা-কেনা বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। ইবনে উমর, ওরাইহ, শাবী, তাউস এবং ইবনে আবু মুলাহিকা (রা) এ মতই পোষণ করতেন।

১৯৬৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৬৫. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা (বেচা-কেনার ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (জিনিসের) দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে তাহলে বেচা-কেনায় বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে এবং (জিনিসের দোষ) গোপন করে তাহলে বেচা-কেনার বরকত বা কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

১৯৬৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ.



১৯৬৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেরই অপরের ওপর (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার আছে যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে আলাদা না হয়। তবে শর্তাধীনে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা।<sup>৭</sup>

৪৫-অনুচ্ছেদঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের পর একে অপরকে (তা বাতিল করার) এখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বহাল হয়ে যাবে।

১৭৬৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

১৯৬৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনা-বেচা করলে যতক্ষণ তারা পরস্পর আলাদা হয়নি বরং একত্রিত আছে ততক্ষণ কিংবা একজন অপরজনকে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার প্রদান করেছে, এরূপ শর্তে বেচা-কেনা হয়ে থাকলে এ ক্রয়-বিক্রয় বহাল বা কার্যকরী হবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের পর তারা যদি একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে এবং উভয়ের কেউ ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করে না থাকে তবে তা কার্যকরী ও বহাল থাকবে।

৪৬-অনুচ্ছেদঃ শুধু বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় কি বৈধ হবে?

১৭৬৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا الْأَبْيَعُ الْخِيَارِ.

১৯৬৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, একমাত্র এখতিয়ারের শর্তাধীনে ব্যতীত (ক্রয়-বিক্রয় শেষে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ই প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর হয় না।<sup>৮</sup>

৭. অর্থাৎ এ শর্তে যদি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে যে, উভয় পক্ষের যে কোন একজন ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তা বাতিল করতে পারবে, তাহলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এই ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত করার এখতিয়ার বহাল থাকবে।

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় তখনই সমাধা হয়েছে বলে ধরা যাবে, যখন তারা কেনা-বেচা সন্দেশ কার্যকলাপ ও কথাবার্তা শেষ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে। কিন্তু একে অপরের সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায় উভয়ের যে কেউ কথাবার্তা বা কেনা-বেচার যে কোন পর্যায়ে তা রহিত ও বাতিল করতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, (ক্রয়-বিক্রয়ের পর কেউ) স্থান ত্যাগ করলে বা যে কোনভাবে একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এই ক্রয়-বিক্রয় বহাল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ই যদি 'যে কোন সময় তা বাতিল করার অধিকার ও এখতিয়ার উভয়ের থাকবে' বলে শর্তাধীনে কেনা-বেচা নিষ্পত্তি হয়ে থাকে তবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও এই ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং যে কেউ তার অধিকার ও এখতিয়ার প্রয়োগ করে তা বাতিল করলে বাতিল হয়ে যাবে।

۱۹۶۹. عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ مِمَّا وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مَرَارٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبِحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةً بَيْعِهِمَا.

১৯৬৯. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করলে জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। হাদীস বলেছেন, আমার কাছে লিপিবদ্ধ কিতাবে আছে: তিনবার পরস্পরকে এখতিয়ার দেবে (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বা বহাল রাখার জন্য)। যদি উভয়েই (ক্রেতা-বিক্রেতা) সত্য কথা বলে ও জিনিসের দোষ প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়; কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও দোষ গোপন করে তাহলে (উপস্থিত) কিছু মুনাফা হতে পারে কিন্তু তা বরকত ও কল্যাণ নষ্ট করে দেয়।

৪৭-অনুচ্ছেদ: কেউ কোন জিনিস ক্রয় করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তৎক্ষণাৎই যদি দান করে এবং বিক্রয়তা খরিদারের এই কাজে আপত্তি না জানায় অথবা কেউ ক্রীতদাস খরিদ করে তৎক্ষণাৎ (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই) আবাদ করে দেয়। কোন ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিক্রমে কোন দ্রব্য খরিদ করে যদি আবার তখনই বিক্রি করে তাহলে সেই ক্রেতা সম্পর্কে তাউস (র) বলেন, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ও সাব্যস্ত হবে এবং মুনাফা ক্রেতার প্রাপ্য হবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ..... ইবনে উমর (রা) বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি উমরের একটা নতুন বেয়াড়া উটের উপর সওয়ার ছিলাম। উটটা অবাধ্য হয়ে সকলের আগে চলে যেতে থাকলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে পিছিয়ে আনছিলেন। পুনরায় সবার আগে চলে গেলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে আবার পিছিয়ে আনছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) নবী (সঃ) উমরকে বললেন, ওটা আমার নিকট বিক্রি কর। তিনি (উমর) বললেন, হে আব্দুল্লাহর রসূল। এটি আপনারই হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার নিকট ওটা বিক্রি কর। অতএব তিনি সেটিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বিক্রি করলেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এটি এখন তোমার। এখন তুমি এটি নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পার। লাইস ..... ইবনে উমর বলেছেন, আমি আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আমার কিছু ভূমি তাঁর খায়বারের ভূমির বিনিময়ে বিক্রি করলাম। আমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সমাধা করলাম তখন আমি পিছনে হেঁটে তাঁর বাড়ী থেকে সভয়ে বের হলাম যে, তিনি হয়ত ইতিমধ্যে ক্রয়-বিক্রয় রহিত করেও দিতে পারেন। নিয়ম ছিল ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কেনা-বেচা বাতিল করতে পারতেন। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যকার কেনা-বেচা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর

হলে আমি দেখলাম, আমি তাকে (উসমান ইবনে আফফানকে) ঠকিয়েছি। তার এই ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা আমি তাকে সামুদ জাতির আবাস ভূমির দিকে তিন রাতের পথে ঠেলে দিয়েছি। আর তিনি আমাকে মদীনার দিকে তিন রাতের পথ অগ্রসর করে দিয়েছেন।

৪৮-অনুচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোকা দেয়া নিষিদ্ধ।

১৭৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ.

১৯৭০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর নিকট বলল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সে প্রভারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি (কোন কিছু) খরিদ করবে তখন বলবে, যেন ধোকা না দেওয়া হয়।

৪৯-অনুচ্ছেদঃ বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আওক (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার আছে কি? (লোকেরা) বলল, হী, কায়নুকার বাজার আছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান (রা) বলেছিলেন, আমাকে তোমরা বাজার দেখিয়ে দাও। উমর (রা) বলেছেন, বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যস্ততাই আমাকে (হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে) গাঙ্কিল রেখেছে।

১৭৭১. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزَوُ جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ثُمَّ يَبْعَتُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ.

১৯৭১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদল সৈন্য কা'বার উপর আক্রমণ চালাবে বা কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে। তারা যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদাআ নামকে স্থানে উপনীত হবে তখন তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে সহ মাটি ধসিয়ে দেয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদের মধ্যবর্তী জায়গায় বাজার থাকবে এবং যারা তাদের কাজের অংশীদার নয় এমন লোকও থাকবে? তিনি বলেন, তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে এবং পরে (কিয়ামতের দিন) পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে এবং নিয়াত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে।

১৭৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةٌ أَحَدَكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَواتِهِ فِي سَوْقِهِ وَيَيْتُهُ بَضْعًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَازُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ قَالَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَوةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ .

১৯৭২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো জামাআতে নামায পড়া, বাজারে কিংবা বাড়ীতে নামায পড়ার চাইতে বিশেষ অধিক গুণ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। কেননা সে উযু করলে উত্তমরূপে উযু করে, তারপর নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আগমন করে, একমাত্র নামাযই তাকে মসজিদে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। মসজিদে আসার পথে সে যত বার পা ফেলে প্রত্যেক বারের বিনিময়ে তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, একটা করে গোনাহ ঝরে যায় এবং যতক্ষণ তোমাদের কেউ নামাযের উদ্দেশ্যে জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা এই বলে দোআ করতে থাকেঃ “হে আল্লাহ! তার ওপর রহমত বর্ষণ কর, তার প্রতি দয়া কর।” যতক্ষণ তার উযু ভেঙ্গে না যায় বা অন্যকে কষ্ট না দেয় ততক্ষণ ফেরেশতারা এরূপ দোআ করতে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের কাউকে নামায যতক্ষণ আটকে রাখে ততক্ষণ সে যেন নামাযরতই থাকে।

১৭৭৩. (১) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي .

১৯৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়ে) নবী (সঃ) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডাকল, হে আবুল কাসেম! নবী (সঃ) সেদিকে ফিরে তাকালে সে বলল, (আপনাকে নয়) আমি এই ব্যক্তিকে ডেকেছি। নবী (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে কারো নাম রেখ না।

১৭৭৩. (২) عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ فَقَالَ سَمَوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي .

১৮৭৩. (ক) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি ‘বাকী’ নামক বাজারে ‘হে আবুল কাসেম’ বলে ডাক দিলো। নবী (সঃ) তার দিকে ফিরে তাকালে

সে বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তান বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম রেখো না।

১৭৭৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوسِيِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةِ النَّهَارِ لَا يَكْلُمُنِي وَلَا أَكْلِمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنَقَ فَجَلَسَ بِقِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَنْتُمْ لَكُمْ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَلْبِسُهُ سَخَابًا أَوْ تُغْسِلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَاحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ .

১৯৭৪. আবু হুরাইরা দাওসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) দিনের কোন এক সময় নবী (সঃ) বের হলেন। (আমি তাঁর সাথে ছিলাম কিন্তু) তিনি আমার সাথে কোন কথাবার্তা বললেন না, আমিও তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম না। এমতাবস্থায় তিনি বনী কায়নুকুর বাজারে উপনীত হলেন (এবং সেখান থেকে ফিরে) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীর আড়িনায় বসে বললেন, খোকা (হাসান) এখানে আছে, খোকা এখানে আছে? তিনি (ফাতেমা) তাঁকে (হাসানকে) আসতে দিতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। (আবু হুরাইরা বলেন), এই কারণে আমি মনে করলাম, তিনি তাকে মালা পরাচ্ছেন অথবা গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। অতঃপর অতি দ্রুত গতিতে সে (হাসান) আসল। নবী (সঃ) তাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং চুমু খেলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসানকে) মহব্বত করো এবং যারা তাকে মহব্বত করে তাদেরকেও মহব্বত করো। উবায়দুল্লাহ (রা) নাফে ইবনে জুবায়েরকে বিতরের নামায় এক রাকআত পড়তে দেখেছেন।

১৭৭৫. عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعِنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤْا بِكُنْيَتِي .

১৯৭৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ‘বাকী’ নামক জায়গায় এক ব্যক্তি ‘হে আবুল কাসেম’ বলে ডাকলে নবী (সঃ) সে দিকে ফিরে তাকালেন। লোকটি বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তিনি (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

১৭৭৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكَبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبِيعُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ وَقَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (ইবনে উমর এবং অন্যরা) নবী (সঃ)-এর যুগে কাফেলার নিকট থেকে খাদ্যশস্য কিনতেন। নবী (সঃ) তাদের নিকট এই মর্মে

নিষেধ করতে লোক পাঠালেন যে, যে স্থান থেকে তারা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করেছে সেখান থেকে বিক্রয়ের জায়গায় স্থানান্তরিত না করে (সেখানেই) যেন তা বিক্রি না করে। নাফে বলেন, ইবনে উমর (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) পণ্য ক্রয় করে তার ওপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫০-অনুচ্ছেদঃ বাজারে চিৎকার ও হৈহুল্লোড় করা নিষিদ্ধ।

১৭৭৭. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوَرَةِ قَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يُوصَفْ فِي التَّوَرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأَمِينِ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمِعْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَطٍ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَذْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمَلَأَةُ الْعُجَّاءَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنُ عُمَى وَأَذَانُ صُمٍّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ.

১৯৭৭. আতা ইবনে ইয়াসার (রঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় (বর্ণিত) আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, হাঁ, ঠিক কথা। কুরআনে বর্ণিত তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কিছুটা তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছে: “হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং উম্মি অর্থাৎ অ-কিতাবধারীদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মূতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী। তুমি দূচরিত্র বা রুঢ় ও কঠোর হৃদয় নও এবং বাজারে ঝগড়া ও হৈ হুল্লোড়কারীও নও।” তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী নন, বরং তিনি মাফ করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাঁকে (মৃত্যু দান করে) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না যতদিন না তাঁর দ্বারা বক্তৃৎথে চালিত জাতিতে সংগঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যতদিন না সকলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” (আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইলাহ নেই) একথা স্বীকার করার মাধ্যমে সংগঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার দ্বারা অন্ধ চোখ, বধির কান এবং (অসত্যের অন্ধকারে) আচ্ছাদিত হৃদয় ও মন-মানসিকতা উন্মুক্ত না হয়ে যায়।

৫১-অনুচ্ছেদঃ গুজন করার মজুরী প্রদানের দায়িত্ব বিক্রেতা বা দ্রব্য প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \*

“ওজন কম দেয় যারা তাদের জন্য আফসোস বা মহাখংস। তারা যখন অন্যদের নিকট থেকে (মেপে বা ওজন করে) নেয় তখন পুরোপুরিই গ্রহণ করে। কিন্তু যখন অন্যদের মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়” (মুতাকফিীনঃ ১-৩)।

নবী (সঃ) বলেছেন, ভালভাবে মেপে নাও। উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন, কোন জিনিস বিক্রি করলে মেপে বিক্রি কর এবং (কোন জিনিস) খরিদ করলেও মেপে খরিদ কর।

১৭৭৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যকষ্ট খরিদ করলে যতক্ষণ তা তার পুরো অধিকারে না আসবে ততক্ষণ যেন বিক্রি না করে।

১৭৭৯. عَنْ جَابِرٍ قَالَ تَوَفَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعْنَتْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى غُرْمَائِهِ أَنْ يُضَعُّوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ هَبْ فَصَنَّفَ تَمْرَكَ أَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذَقَ زَيْدٌ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ أَوْفَى وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كُلْ لِلْقَوْمِ فَكَلَّتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئٌ .

১৯৭৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আমি নবী (সঃ)-এর সাহায্য নিয়ে তাঁর পাওনাদারের কাছে তাদের তাদের ঋণের দাবী হাস করার চেষ্টা করলাম। সুতরাং নবী (সঃ) তাদের কাছে এ ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তারা তা মঞ্জুর করল না। তখন নবী (সঃ) আমাকে বললেন, যাও তোমার প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুরগুলো (আজগুয়াঐ ও আযকাযাইদ খেজুর) আলাদা করে আমাকে ডাকবে। আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (সঃ)-কে ডাকলাম। তিনি এসে খেজুরের (গোঁদার) ওপর অথবা তার মধ্যখানে বসলেন এবং তারপর আমাকে বললেন, এবার মেপে মেপে লোকদেরকে দিতে থাক। আমি তাদেরকে মেপে দিতে থাকলাম, এমনকি তাদের পাওনা ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরও আমার খেজুর অবশিষ্ট থেকে গেল। মনে হচ্ছিল যেন কিছুই কমেনি।

৫২-অনুব্ধেদঃ মেপে দেওয়া উত্তম।

১৯৮০. عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يَبَارِكْ لَكُمْ.

১৯৮০. মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য ওজন করবে, তাহলে তোমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে।

৫৩-অনুব্ধেদঃ নবী (সঃ)-এর সা' ও মুদে (দু'টি নির্দিষ্ট পরিমাপ) বরকত বা কল্যাণ কামনা সম্পর্কে। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৯৮১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا وَحَرَّمَتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مَدِينَةٍ وَصَاعَهَا مِثْلُ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ -

১৯৮১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন এবং এর জন্য দোআ করেছিলেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন আমিও অনুরূপ মদীনাকে সম্মানিত ঘোষণা করলাম এবং এর মুদ ও সা'-এর জন্য দোআ করলাম যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কার জন্য করেছিলেন।

১৯৮২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِّيَالِهِمْ وَيَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَغْنَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ.

১৮৮২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! তাদের অর্থাত্ মদীনাবাসীদের মাগার পায়ে এবং তাদের সা' ও মুদে বরকত ও কল্যাণ দান কর।

৫৪-অনুব্ধেদঃ খাদ্যশস্য বিক্রি ও তা গুদামজাত করা সম্পর্কে।

১৯৮৩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

১৯৮৩. সালেম (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি যেসব লোক আন্দাজ-অনুমান খাদ্যদ্রব্য কিনতো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তাদেরকে শান্তি প্রদান করা হত, যাতে তারা ঐগুলো নিজেদের স্থানে নিয়ে যাবার পরই বিক্রি করে।



১৯৮৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَيَّعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَارَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مُرْجَاءٌ-

১৯৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি নিজেই অধিকারে আসার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তাউস বলেন,) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ হবে কেন (পুরো অধিকারে আনার আগে বেচা যাবে না কেন)? উত্তরে তিনি বলেন, তা না হলে তো পণ্যের অনুপস্থিতিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা হবে।

১৯৮৫. عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

১৯৮৫. ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য কিনলে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন সে বিক্রি না করে।

১৯৮৬. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ حَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سَفِيَانُ هُوَ الَّذِي حَفَظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا الْهَاءُ وَهَاءُ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا الْهَاءُ وَهَاءُ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا الْهَاءُ وَهَاءُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا الْهَاءُ وَهَاءُ.

১৯৮৬. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছে আশরাফী ও দিরহামের বিনিময় আছে? অর্থাৎ কে দিরহামের বিনিময়ে দীনার কিনবে? তালহা (রাঃ) বলেন, আমার কাছে আছে। তবে আমার চাবি রক্ষক গাবা<sup>১০</sup> থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুফিয়ান বলেন, এ বর্ণনা যুহরীর। আমি তার নিকট থেকে এটুকুই শ্রবণ করে রেখেছি। অতঃপর তিনি (যুহরী) বললেন, মালেক ইবনে আওস আমাকে জানিয়েছেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (সঃ) বলেছেন, নগদ বিনিময় না হলে সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি, গমের বিনিময়ে গম বিক্রি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা সূদ হিসেবে গণ্য হবে।

১০. মদীনার আওরালাী বা উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম 'গাবা'।

৫৫-অনুচ্ছেদঃ হস্তগত হওয়ার আগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা এবং যা হাতে নেই সেই বস্তু বিক্রি করা।

১৭৮৭. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبَّاعَ حَتَّى يَقْبُضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ .

১৯৮৭. তাউস (রঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (সঃ) যা করতে নিষেধ করেছেন তা হল—খাদ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার আগে তা বিক্রি করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এর সাদৃশ্য প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য মনে করি (অর্থাৎ হস্তগত হওয়ার আগে কোন জিনিসই বিক্রি করা ঠিক নয়)।

১৭৮৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ اسْمُعِيلُ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .

১৯৮৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে। আর ইসমাইলের বর্ণনায় আছে, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলে তা অধিকারে আসার পূর্বে যেন বিক্রি না করে।

৫৬-অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে কারো কারো মতে যতক্ষণ তা জায়গামত না পৌঁছাবে ততক্ষণ বিক্রি করা বৈধ নয়। কেউ এরূপ কিছু করে থাকলে তার শাস্তির বর্ণনা।

১৭৮৯. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَتَّبِعُونَ جَزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرِبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُوَفُّوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ .

১৯৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে লোকেরা অনুমান করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করত এবং এজন্য তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হত। কেননা তারা (খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে) তাদের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিক্রি করে দিত। ১২

১২. উপরোক্ত হাদীসটির মত বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসে একই বিষয়কল্প বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করলে তা ক্রেতা পুরোপুরি নিজের দখলে না আনা পর্যন্ত এবং কেনার স্থান থেকে ক্রেতার নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে না। এর কারণ অবশ্য মুসা ইবনে ইসমাইল, ওহাব ইবনে তাউস ও তাউসের মাধ্যমে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৭-অনুচ্ছেদঃ কোন দ্রব্য বা জস্তু খরিদ করার পর বিক্রেতার কাছেই তা রেখে দিয়ে বিক্রি করা অথবা হস্তগত করার পূর্বেই এর মৃত্যু হওয়া। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়কালে পণ বা পণ্য জীবিত বা যথাযথ অবস্থায় থাকলে এবং পরে মারা গেলে বা নষ্ট হলে ক্রেতাকেই ক্ষতি বহন করতে হবে।

১৭৭. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقُلْتُ يَوْمَ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفِي النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرْغَعْنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظَهْرًا فَخَبَّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَّثَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخْرِجْ مَا عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَاهُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصُّحْبَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعَدْتُهُمَا لِلْخُرُوجِ فَخَذُّ أَحَدَاهُمَا فَقَالَ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالْأَمْنِ.

১৯৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর জীবনে এমন দিন কমই হত যখন দিনের দুই প্রান্তে-সকাল ও বিকালের কোন এক সময় তিনি আবু বকরের বাড়িতে গমন না করতেন। তাঁকে মদীনা যাওয়ার (হিজরত করার) অনুমতি প্রদান করা হলে যোহরের সময় তিনি আসলেন; আর এ কারণে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। আবু বকরকে খবর দেয়া হলে তিনিও বলেন, নিশ্চয়ই কোন কিছু না ঘটলে নবী (সঃ) এ সময় আগমন করতেন না। তিনি আবু বকরের কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন, তোমার এখানে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তিনি (আবু বকর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দুই কন্যা অর্থাৎ আয়েশা ও আসমা ব্যতীত আর কেউ এখানে নেই। তখন তিনি (সঃ) বললেন, তুমি কি জান আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার (হিজরত করার) অনুমতি দেয়া হয়েছে? একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার সংগী হতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, হ্যাঁ, সংগী হতে পারবে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট দু'টি উট আছে। সে দু'টিকে আমি এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার (হিজরত করার) কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। দু'টির একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি (সঃ) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করলাম।

৫৮-অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার দায়দস্তুর করার উপর দরদায় না করে, যতক্ষণ না সে অনুমতি প্রদান করে বা পরিত্যাগ করে।

১৭৭১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

১৯৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।

১৭৭২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِيَّانِهَا.

১৯৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকদের হয়ে পণ্য বিক্রয় করতে, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ছাড়াই বিনা কারণে কোন জিনিসের মূল্য বাড়াতে, অপর এক ভাইয়ের খরিদ করার (মূল্য বলার সময় সেই জিনিসের) বেশী মূল্য বলতে এবং কোন (মুসলমান) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাঠাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোন নারী যেন তার বোনের (সতীনের) প্রাপ্য অংশটুকু নিজে লাভ করার জন্য তার তালাক দাবি না করে।<sup>১৩</sup>

৫৯-অনুচ্ছেদঃ নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয়। আতা (র) বলেন, আমি দেখেছি লোকেরা (সাহাবীগণ) গনীমতের মাল অধিক মূল্য প্রস্তাবকের নিকট বিক্রি দৃশ্যীয় মনে করতেন না।

১৭৭৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَآخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

১৯৯৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাস সম্পর্কে ঘোষণা করল যে, তার মৃত্যুর পরে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু (ইতিমধ্যেই) সে দরিদ্র

১৩. 'শহরের অধিবাসী গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে যেন কোন দ্রব্য বিক্রি না করে।' রসূলুল্লাহ (সঃ) এ নির্দেশ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে দিয়েছেন। তা হলঃ গ্রামের অধিবাসী যেন শহরের অধিবাসীদের নিকট না ঠকে এবং সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেন বৃদ্ধি না পায়। তাই এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কোন গ্রাম্য লোক কিছু পণ্যদ্রব্য শহরে বিক্রি করতে আসলে শহরের কোন অধিবাসী তাকে বলল, এখন তো এই পণ্যের ভাল দাম নেই, তুমি আমার নিকট রেখে যাও, বেশী দাম হলে আমি বিক্রি করে দেব। এই অবস্থায় একই সময়ে দু'টি ক্ষতিকর দিক থাকে। এক, গ্রাম্য সহজ-সরল লোকটির ন্যায় পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবনে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। কারণ শহরের অধিবাসী ব্যক্তি দ্রব্যটা রাখছেই বেশী দামে বিক্রি করার জন্য। একই কারণে খামাখা দাম বলে কোন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করা ঠিক নয় যদি ক্রয় করার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন না থাকে।

হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার নিকট থেকে নিলেন এবং লোকদের বললেন, আমার নিক থেকে একে কেউ খরিদ করবে কি? নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এত (হাত দিয়ে দেখিয়ে, সম্ভবত আঙ্গুল গুণে দেখিয়ে বললেন) অর্থ দিয়ে তাঁর নিকট থেকে খরিদ করলে নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার হাতে সোপর্দ করলেন।

৬০-অনুচ্ছেদঃ প্রতারণাপূর্ণ দালালী এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়ার অভিমত। ইবনে আবু আওফা (রা) বলেছেন, সুদখোর ও খেয়ানতকারী এবং দালালী হলো প্রতারণা ও বাতিল বলে গণ্য এবং একেবারেই জায়েয নয়। নবী (সঃ) বলেছেন, প্রতারণা দোষের পথে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার কোন নির্দেশে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।

১৭৭৬. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجَشِ -

১৯৯৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) প্রতারণাপূর্ণ দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

৬১-অনুচ্ছেদ : প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং পত্তর গর্ভস্থ বাচ্চার ক্রয়-বিক্রয়।

১৭৭৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجِ النِّاقَةُ ثُمَّ تَنْتَجِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .

১৯৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হাবালুল হাবালাহ (এখনো গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চা) ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে এ ধরনের কেনা-বেচা হত। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এই শর্তে উট খরিদ করত যে, তার উটটির পেটে বাচ্চা হওয়ার পর ঐ বাচ্চার পেটে বাচ্চা হলে সে এর মূল্য পরিশোধ করবে।

৬২-অনুচ্ছেদঃ স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়। (বাহিরে' মোলামাসা হল, ক্রেতা ও বিক্রেতার একজনের অপরজনকে এই বলে সম্বোধন করা যে, আমি তোমার কিংবা তুমি আমার বস্ত্র স্পর্শ করলেই ক্রয়-বিক্রয় বহাল ও কার্যকরী হয়ে যাবে)। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

১৭৭৬. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يَقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ التُّوبُ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

১৯৯৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়-বিক্রয়ে মোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন। মোনাবাযা হল, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উন্টে

পাল্টে ভাল করে দেখার পূর্বেই (ক্রেতার ও বিক্রেতার) একজনের অপরাধের দিকে কাপড় ছুড়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে মোলামাসা করা থেকেও নিষেধ করেছেন। মোলামাসা হল, না দেখেই কাপড় স্পর্শ করা (আর এ স্পর্শের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যকীয়ভাবে কার্যকরী হওয়া ধরে নেয়া)।

১৯৯৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى عَنْ لِبَسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَوِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللَّمَّاسِ وَالنَّبَازِ.

১৯৯৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দু'রকমের কাপড় পরিধান নিষেধ করা হয়েছে। তার এক রকম হল, একই কাপড় দ্বারা কৌশ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করা (অর্থাৎ কৌশ থেকে লটকিয়ে পা পর্যন্ত দেয়া এবং কোমর থেকে নিচে কোন পৃথক কাপড় না রাখা)। আর দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হল, বাইয়ে' মোলামাসা ও বাইয়ে মোনাবাযা।

৬৩-অনুচ্ছেদ: মোনাবাযার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় (বাইয়ে মোনাবাযা)। আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

১৯৯৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোলামাসা ও মোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন।

১৯৯৯. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৯. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) দু'রকমের কাপড় পরিধান এবং মোলামাসা ও মোনাবাযা এ দু'রকমের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৬৪-অনুচ্ছেদ : উষ্ট্রী, গাভী ও বকরীর দুধ বেশী দেখানোর জন্য পালানে দুধ জমা করা বিক্রেতার জন্য নিষিদ্ধ। (এ ধরনের জন্তু বুখানোর জন্য আরবীতে মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ এমন দুধেল পশুকে বলা হয় (বিক্রয়ের পূর্বে খরিদারকে দুধ বেশী দেখানোর জন্য) যার দুধ কয়েক দিন যাবৎ না দুইয়ে পালনে জমা রাখা হয়েছে। মুসাররাহ শব্দটা 'তাসরিয়াহ' থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হল- পানির গতিপথে বাধা প্রদান করে তাকে ঠেকিয়ে রাখা। তাই যখন কোন ব্যক্তি পানির স্রোতের মুখে বাধা দিয়ে ঠেকায়, তখন সে বলে, "সাররাহিতুল মাআ", আমি পানি থামিয়ে রেখেছি।

২০০০. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ أَتْبَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ امْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعٌ تَمْرٍ.

২০০০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (বিক্রয়ের পূর্বে) উষ্ট্রী ও বকরীর বাটে দুধ (না দোহান করে) জমিয়ে রেখো না। এ অবস্থায় কেউ (উক্ত উট ও বকরী) খরিদ করলে দোহানের পর সে ইচ্ছা করলে পশুটি রাখতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে এক সা' খেজুরসহ ফেরতও দিতে পারবে। ১৪

২০০১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُلْقَى الْبُيُوعُ.

২০০১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী খরিদ করার পর তা ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর যেন প্রদান করে। আর নবী (সঃ) বাণিজ্য কাফেলার আগমন বার্তা শুনে সস্তায় পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য জনপদ থেকে বেরিয়ে অগ্রগামী হয়ে তা কিনতে নিষেধ করেছেন।

২০০২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَبَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ أَتْبَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِّنَ التَّمْرِ.

২০০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (আগে ভাগে সস্তায় কেনার উদ্দেশ্যে) কাফেলার সাথে আগেই যেয়ে সাক্ষাত করো না। তোমাদের কেউ যেন অপরের কেনার বা দাম বলার সময় দাম না বলে। কেনার উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা দর-দাম করে মূল্য বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীর অধিবাসীর পণ্য বিক্রি না করে। আর বকরী না দোহান করে (দুধ জমিয়ে) বিক্রি করো না। কেউ এ ধরনের বকরী খরিদ করলে তার জন্য দু'টি উত্তম সুযোগ রয়েছে। দোহানের পর পছন্দ হলে রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে তা এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেবে।

১৪. এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেয়ার কথা আবু সালেহ, মুজাহিদ, ওয়ালিদ ইবনে রাবাহ, মুসা ইবনে ইয়্যাসার ও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ ইবনে সীরীন থেকে এক সা' খেজুরের পরিবর্তে এক সা' খাদ্যদ্রব্য প্রদানের কথা এবং তিন দিন পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় রদ করার এখতিয়ার থাকার কথা বলেছেন। ইবনে সীরীন থেকেই কেউ কেউ এক সা' খেজুর প্রদানের কথা বর্ণনা করেছেন বাটে, তবে তিন দিন এখতিয়ার থাকার কথা বর্ণনা করেননি। অধিকাংশ বর্ণনায়ই খেজুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৫-অনুবাদ : কেউ পালানে দুধ জমা করা পণ্ড খরিদ করার পর ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু তা দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুর প্রদান করতে হবে।

২০০৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاءً فَأَحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخَطَهَا فَفِي حَلَبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

২০০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি অদোহন করা (পালানে দুধ জমা করা) বকরী খরিদ করে তাহলে দোহন করে পছন্দ হলে (দোহন করার পর যদি পছন্দ হয়) রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে (ফেরত দেয়ার সময়) দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুরসহ ফেরত দিবে।

৬৬-অনুবাদ : ব্যাভিচারী ক্রীতদাসের বিক্রয়ের বর্ণনা। উরুইহ (রঃ) বলেছেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে ব্যাভিচারী হওয়ার কারণে ক্রীতদাস ফেরত দিতে পারবে।

২০০৪. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنْتَ الْأَمَةَ فَتَتَيْنَ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُكْرَبَ ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُكْرَبَ ثُمَّ إِنْ زَنْتَ الثَّالِثَةَ فَلْيَبْعُهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعْرِ.

২০০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রীতদাসী যদি ব্যাভিচার করে আর তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এর পরে তাকে ভৎসনা করা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। পুনরায় যদি সে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তাহলেও তাকে আবার বেত্রাঘাত করবে এবং এরপরও তাকে ভৎসনা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। সে তৃতীয়বারও যদি ব্যাভিচার করে তাহলে এক গাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে। ১৫

২০০৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنْتَ وَلَمْ تُحْصِنِ قَالَ إِنْ زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنْتَ فَبِئْعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَذْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.

১৫. ব্যাভিচারের ব্যাপারে বিধান হল, তার ওপর হদ বা আট্টা হ ও তাঁর রসূল নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদানের পর তাকে কোন প্রকার কটু কথা, ভৎসনা ও লাঞ্ছনামূলক কথা বলা যাবে না। কেননা আট্টা হ ও তাঁর রসূল কর্তৃক এজন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে তা তাকে প্রদান করা হয়েছে। তারপর কটু বাক্য হবে তার শাস্তির অতিরিক্ত। এজন্য উপরোক্ত হাদীসে বেত্রাঘাত করার পর ভৎসনা করতে ও লাঞ্ছনা দিতে নিষেধ করা হয়েছে।



২০০৫. আবু হুরাইরা ও য়ায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অবিবাহিতা ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে তবে কি করতে হবে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো। পরে যদি আবার ব্যভিচার করে তাহলে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর পুনরায় যদি সে ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনে শিহাব বলেন, (বিক্রি করার কথা তিনি) তৃতীয়বার না চতুর্থবারের পরে বলেছিলেন তা আমার মনে নেই।

৬৭-অনুচ্ছেদ : মহিলাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

২.০.৬. عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَتْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

২০০৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আগমন করলে আমি তাঁর নিকট (বারীরা নামী ক্রীতদাসীকে ক্রয় করার বিষয়) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার যে আযাদ করে তার। অতঃপর নবী (সঃ) মাগরিবের নামাযের জামাআতে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা আরোপ করলেন (প্রশংসা করলেন) এবং বললেন, লোকদের কি হল? তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবে নেই-কেউ যদি এমন শর্ত করে, তাহলে এরূপ একশত শর্ত করলেও তা বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহর শর্ত সত্য ও অধিকতর শক্তিশালী।

২.০.৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ سَأَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبْيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِي.

২০০৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বারীরা কে খরিদ করার জন্য দাম করলেন। নবী (সঃ) নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন। তিনি ফিরে আসলে আয়েশা (রা) বললেন, ওয়ালার স্বত্ত্ব তাদের থাকবে, এ শর্ত ছাড়া তারা তাকে বিক্রয় করতে সম্মত নয়। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, ওয়ালার তো তার যে তাকে আযাদ করবে।

হাম্মাম বলেছেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, বারীরার (ত্রীতদাসী) স্বামী আযাদ ছিল, না ত্রীতদাস? উত্তরে তিনি (নাফে') বললেন, আমি তা জানি না।

৬৮-অনুচ্ছেদঃ শহরের অধিবাসী (স্থায়ী বাসিন্দা) কি পন্থী অঞ্চলের বাসিন্দার পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে কিংবা তাকে সাহায্য ও সং পরামর্শ দান করতে পারে? নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের (মুসলমান) কাছে সং পরামর্শ কামনা করলে তাকে সং পরামর্শ দান করা উচিত। এ ব্যাপারে আতা (রঃ) অবাধ অনুমতি দিয়েছেন।

২০০৮. عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

২০০৮. জারীর (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” এ কথাটির সাক্ষ্য ঘোষণা, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান, (আমীরের) আদেশ শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা এবং প্রত্যেক মুসলমানকে সং পরামর্শ প্রদান করার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছি।<sup>১৬</sup>

২০০৯. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

২০০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (সন্তায় খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার জন্য) অগ্রগামী হয়ে (খাদ্য পরিবহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হয়ো না। আর শহরবাসী পন্থীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করবে না। বর্ণনাকারী তাউস বলেন,

১৬. হাদীসটিতে যে কয়টি কথা বলা হয়েছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আত্মাহকে একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার ও মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আত্মাহর রসূল বলে স্বীকার করা হল ইসলামের প্রাথমিক ও বুনিন্দী কথা। এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই ইসলামী জীবন বিধানের সবকিছু আবর্তিত। এই ঘোষণার বিশ্বাস ব্যতীত ইসলাম সফ্রো সফ্র সাক্ষী ও কাজকর্ম মিথ্যা ও অসার। নামায এই দাবীকেই প্রমাণিত ও সত্যায়িত করে। ঈমানের দাবী ও ঘোষণা আছে কিন্তু নামাযের আহবানে (আযান শুনে) সাড়া না দিলে, মসজিদে হাবির কিংবা আদৌ নামায আদায় না করলে, বুঝতে হবে তার এই ঘোষণা ও বিশ্বাসে গলদ আছে। যাকাতের মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য প্রতিকলিত হয়। আমীর, নেতা বা পরিচালক ব্যতীত কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এ কারণে যারা ইসলামের মর্মবাসী কালেমায়ে তাইয়েবার ঘোষণা প্রদান করেছে তাদেরকে একটা নেতৃত্বের পরিচালনাধীন থেকে কাজ করতে হবে। বাতে আত্মাহর সৈনিকের ভূমিকা পালন করে গোটা বিশ্ব জাহানে তাঁর বিধান সঠিকভাবে পালিত হতে পারে। এজন্য আমীরের আদেশ সবাইকে শুনতে হবে এবং মানতে হবে। আর যারা এভাবে একই বিশ্বাস ও ঘোষণার মাধ্যমে একই কমান্ডে থেকে আত্মাহর ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করেছে, তারা সবাই মুসলমান। মুসলমান পরস্পরকে উপদেশ ও সং পরামর্শ দান করবে। মুসলমান কোন মুসলমানের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না।

আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষে না বেচার অর্থ কি? তিনি বললেন, তার হয়ে দালালী করবে না।

৬৯-অনুচ্ছেদ: পারিশ্রমিক নিয়ে শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করাকে যারা অপছন্দ করেন।

২.১০. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَيَّعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

২০১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাসও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

৭০-অনুচ্ছেদ: শহরবাসী গ্রামবাসীর জন্য দালালী করে কোন দ্রব্য খরিদ করবে না। ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম দু'জনেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। ইবরাহীম বলেন, আরবগণ সাধারণতঃ বলে থাকে, “বে লী সাওবান” যার অর্থ হল, আমার জন্য কাপড় খরিদ করা।

২.১১. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ وَلَا تَتَاجَشُوا وَلَا يَبْيَعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২০১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের কেনার সময় যেন (সেই জিনিসের) দাম না করে। আর কেনার উদ্দেশ্যে ছাড়াই দাম-দর করে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করো না এবং কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি না করে।

২.১২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِنَا أَنْ يُبَيَّعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২০১২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৭১-অনুচ্ছেদ : সম্ভাব্য কিছু ক্রয় করার মানসে অগ্রগামী হয়ে কাকেলার সাথে মিলিত হয়ে কিছু খরিদ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং এ ধরনের ক্রয় এক প্রকার অবৈধ কাজ ও ধোকাবাজি। এ কথা জেনেও কেউ তা করলে সে অবাধ্য ও গোনাহগার।

২.১৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقَّى وَأَنْ يُبَيَّعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২০১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (সস্তায় দ্রব্য খরিদ করার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সাথে সাক্ষাত করতে এবং শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

২. ১৪. عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا -

২০১৪. ইবনে তাউস তাঁর পিতা (তাউস রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তাউস) বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (সঃ) এই কথার অর্থ কি যে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি না করে? উত্তরে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, সে তার দালাল হয়ে বিক্রি করবে না।

২. ১৫. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَلَةً فَلْيُرِدْ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلْقَى الْبُيُوتِ .

২০১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী ক্রয় করলে (এবং ফেরত দিতে মনস্থ করলে) এক সা' খেজুর সহ যেন ফেরত দেয়। তিনি (আরো) বলেছেন, (কম মূল্যে পাওয়ার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে কাউকে কিছু কিনতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

২. ১৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ .

২০১৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একজনের ক্রয়ের সময় আরেক জন সেই জিনিস কিনতে যেও না এবং বাজারে না আসা পর্যন্ত অগ্রগামী হয়ে (বহিরাগত) কোন দ্রব্য কিনতে যেয়ো না।

৭২-অনুবাদ : অগ্রগামী হয়ে (কাফেলার সাথে) সাক্ষাতের সীমা।

২. ১৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَلْقَى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَتَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ وَيَبِينُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ .

২০১৭. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অগ্রগামী হয়ে (পণ্য বহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হতাম এবং তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতাম। সুতরাং নবী (সঃ) আমাদেরকে পণ্যদ্রব্যের বাজারে পৌঁছার পূর্বে ওগুলো ক্রয় করতে

নিষেধ করলেন। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, এই ক্রয়-বিক্রয় বাজারের উচ্চভূমী এলাকায় সম্পন্ন হত। উবায়দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপ এসেছে।<sup>১৭</sup>

২.১৮. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ فَتَنَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقَلُوهُ.

২০১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা কাফেলার নিকট হতে বাজারের বাইরে উচ্চভূমিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত এবং ওখানেই পুনরায় বিক্রি করে দিত। তা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত জায়গা (যেখানে ক্রয় করত) থেকে তা স্থানান্তরিত না করে বিক্রি করতে তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে অবৈধ শর্ত আরোপ করা।

২.১৯. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةً فَأَعْيَيْنَنِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعْدَهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلَئِكَ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بِرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَبَرْتُ عَائِشَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالَ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

২০১৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে প্রতি বছর এক উকিয়া (প্রায় চল্লিশ দিরহাম) করে (নয় বছরে) নয় উকিয়া প্রদান করার শর্তে মোকাত্তাবার (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করা) ব্যবস্থা করেছি। অতএব অর্থ পরিশোধের

১৭. এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী বাজারে পৌঁছার পূর্বেই বাজারের বাইরে কেনা-বেচা হত। ফলে ক্রেতারা মূল্যের দিক থেকে কিছুটা সুবিধা লাভ করতো। এরূপ কেনা-বেচা করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছিলেন। যাতে সব দ্রব্য বাজারে ঠিকমত আসতে পারে এবং সাধারণ মানুষ সকলে একই দামে কিনতে পারে।

ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (আয়েশা বলেন), আমি তাকে বললাম, তোমার মনিব যদি ভাল মনে করে আর ওয়ালাআ (উত্তরাধিকার স্বত্ব) যদি আমার হয়, তাহলে আমি তা করব। সুতরাং বারীরা তার মনিবের নিকট গিয়ে তাদেরকে (এসব কথা) বললে তারা এ শর্তে তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। পরে সে (বারীরা) তাদের নিকট থেকে আগমন করল। সে সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট বসেছিলেন। সে বলল, আমি এসব (কথা) তাদের নিকট ব্যক্ত করলে ওয়ালাআ তাদের হবে একমাত্র এ শর্ত ব্যতীত আর কোন শর্তে তারা সম্মত হল না। কথাগুলো নবী (সঃ)-এর কর্ণগোচর হল, আয়েশা তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাকে গ্রহণ কর এবং তাদেরকে ওয়ালাআর শর্ত করতে দাও। ওয়ালাআ আসলে তারই যে মুক্তি প্রদান করল। সুতরাং আয়েশা (রা) তাই করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মাঝে (বক্তব্য পেশের জন্য) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেনঃ অতঃপর লোকদের হল কি যে, তারা (ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে) এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত একশ'টি আরোপ করলেও তা বাতিল বলে গণ্য। আল্লাহর ফয়সালাই সবচাইতে বেশী সত্য ও দৃঢ়তর। আর ওয়ালাআ বা দাসের অভিভাবক তো সে-ই যে তাকে মুক্ত করল।

২০২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكُمَا عَلَى أَنْ وَلَّاهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

২০২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একজন ক্রীতদাসী খরিদ করে তাকে আযাদ করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু তার (ক্রীতদাসীটির) মনিবপক্ষ বলল, তার উত্তরাধিকার স্বত্ব আমাদের (সাথে) থাকবে এই শর্তে আমরা তাকে বিক্রি করব। সুতরাং আয়েশা (রা) বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা (উক্ত শর্তটি) যেন তোমাকে তার (ক্রীতদাসীটির ক্রয়) থেকে বিরত না রাখে। কেননা ওয়ালাআ বা উত্তরাধিকার (সম্পর্ক) তো তারই যে মুক্ত করে। ১৮

১৮. আইয়ামে আহিলিয়া বা ইসলাম-পূর্ব যুগে দাসপ্রথা আরব তথা গোটা বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায়ই প্রচলিত ছিল। তখন হাটে বাজারে দাসদের কেনাবেচা হত। তিনটি পথ ছাড়া তাদের মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। প্রথমতঃ মনিব কর্তৃক মুক্ত করে দেয়া, দ্বিতীয়তঃ কোন সহস্রয় ও মানবতাবোধ সম্পন্ন মহত ব্যক্তি কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়া এবং তৃতীয়তঃ খোদা দাস তার প্রভুকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে মুক্তি পাওয়া। এ তিনটি উপায়েই যে কোন উপায়েই সে মুক্ত হোক না কেন, মুক্তি লাভের পরই তার জীবনে দেখা দিত নানা সমস্যা। এসব সমস্যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, সমাজের বৃকে তাদের না থাকত কোন আত্মীয়-বন্ধন, না বন্ধু-বান্ধব। বিশেষ করে আরবের বিশৃঙ্খল ও অশান্ত সমাজে যেখানে হানাহানি ও খুনখুনি ছিল নিত্যকার স্বাভাবিক ব্যাপার তাদের জন্য এই জটিলতা ও সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিত। এজন্য মুক্ত হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দরকার হত। এই পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্বীকৃত হত মুক্তিদাতা ব্যক্তিগণ। তারা তাদের জ্ঞান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করত। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে (মুক্তিদানকারী) তার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃত হত, যদি তার কোন ওয়ারিস না থাকে। এ ধরনের উত্তরাধিকার স্বত্বকে হাদীসের ভাষায় ওয়ালাআ বলা হয়েছে।

৭৪-অনুচ্ছেদ : খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা।

২.২১. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْتَمَرُ بِالْتَمَرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .

২০২১. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেনঃ গমের বিনিময়ে গম নগদ বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ বিক্রি না হলে সূদ এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ লেনদেন না হলে সূদে পরিণত হবে।

৭৫-অনুচ্ছেদঃ শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং খাদদ্রব্যের বিনিময়ে খাদদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়।

২.২২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزُّبَيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا .

২০২২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল, কাঁচা বা রসযুক্ত খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে এবং শুকনো আঙ্গুর রসযুক্ত আঙ্গুরের বিনিময়ে মেপে বিক্রি করা।

২.২৩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ قَالَ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يَبَّيْعَ التَّمْرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلَيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

২০২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুযাবানা হল, কারো এই শর্তে মেপে ফল বিক্রি করা যে, যদি বেশী হয় তবে বেশী অংশটুকু আমার। আর যদি কম বা ঘাটতি হয় তাহলে তা পূরণ করব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, যামেদ ইবনে সাবেত (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (তবে) নবী (সঃ) আরিয়্যার অনুমতি প্রদান করেছেন।

৭৬-অনুচ্ছেদ : যবের বিনিময়ে যব বিক্রয় (বার্লির বিনিময়ে বার্লি)।

২.২৪. عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يَقْلِبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنَتِي مِنَ الْغَايَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ

لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ .

২০২৪. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (এক সময়ে) তিনি একশ' দীনার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে (তিনি বর্ণনা করেন) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আমাকে ডাকলেন। আমরা (দীনার বিনিময়ের বিষয়ে) কথাবার্তা শেষ করলাম। এমনকি বিনিময়ের বিষয়টি তিনি স্থির করে আমার হাত থেকে স্বর্ণ দীনারগুলো নিয়ে স্বীয় হাতের ওপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন এবং বললেন, গাবা (নামক জায়গা) থেকে আমার কোষাধ্যক্ষ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উমর (রা) এসব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যতক্ষণ তার (তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ) নিকট থেকে দীনার-এর বিনিময় গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদ ও হাতে হাতে বিক্রি না হলে তাও সূদে পরিণত হবে।

৭৭-অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি।

২.২৫. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَتَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ .

২০২৫. আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না। বরং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর।

৭৮-অনুচ্ছেদ : রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা।

২.২৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ نِ الْخُدْرِيِّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ



سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلِ -

২০২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুরূপ একটা হাদীস (আবু বাকরাহ থেকে বর্ণিত হাদীসের মত) বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে কি কথা বর্ণনা করছেন? আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি সারুফ অর্থাৎ মুদ্রা ভাংতি বা বিনিময় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, সম পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করতে পার।

٢٠٢٧. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

২০২৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না, কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী করে বিক্রি কর না। অনুরূপভাবে তোমরা পরিমাণে সমান না হলে কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী হলে রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি কর না, কিংবা নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি কর না।

৭৯-অনুচ্ছেদ : বাকীতে বা ধারে দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে দীনার ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٠٢٨. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهُمُ بِالدِّرْهِمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَكِنْ نَبِيٌّ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ.

২০২৮. আমর ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা যেতে পারে। (বর্ণনাকারী আবু সাঈদ খুদরী)

বলেন), আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) কিন্তু এ কথা বলেন না। তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি এ কথা নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন না কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, এর (এ দু'টির) কোনটিই আমি বলি না। আর আপনি তো আমার চাইতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বেশী করে জানেন। আমাকে বরং উসামা জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, বাকী বা ঋণ ব্যতীত এসব ক্ষেত্রে সূদ হয় না।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে হারবকে বলতে শুনেছি: 'বাকীতে ছাড়া রিবা (সূদ) হয় না' আমাদের মতে এ কথার অর্থ সোনা রূপার বিনিময়ে এবং গম যবের বিনিময়ে কম-বেশী প্রদানে কোন দোষ নেই-যদি নগদ লেন-দেন হয়, কিন্তু বাকিতে বিক্রয়ে কোন কল্যাণ নেই।

৮০-অনুচ্ছেদ : স্বর্ণের বিনিময়ে বাকীতে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করা।

২০২৯. عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا .

২০২৯. আবুল মিনহাল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি বারাবা ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে (স্বর্ণ-রৌপ্যের) বদলি বা ভাণ্ডি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উভয়েই একে অপরের সম্পর্কে বলতে থাকলেন, ইনি আমার চাইতে উত্তম। অতঃপর উভয়েই বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বাকীতে বা ঋণে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৮১-অনুচ্ছেদ : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ বিক্রি করার বর্ণনা।

২০৩০. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرْنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا .

২০৩০. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে নবী (সঃ) রূপার বিনিময়ে রূপা এবং সোনার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু রূপার বদলে সোনা এবং সোনার বদলে রূপা যে রূপ ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

৮২-অনুচ্ছেদঃ মোযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়, অর্থাৎ গাছের খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর, রসালো আঙ্গুর (যা এখনো গাছে আছে)-এর বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং ধারে বিক্রি করা। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মোযাবানা ও মোহাকাল (ক্ষেতে বা মাঠে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

২.৩১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ قَالَ سَالِمٌ وَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالثَّمَرِ وَلَمْ يَرْخِصْ فِي غَيْرِهِ .

২০৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা ফল (ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে থাকাবস্থায়) ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করো না, যতক্ষণ না তার উপযোগিতা (কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার মত অবস্থা) সৃষ্টি হয়। আর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করো না। সালেম বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) যাকে ইবনে সাবেত (রাঃ)-র সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) পরবর্তী সময়ে রসযুক্ত কিংবা শুকনো খেজুর ধারে বা বাকীতে কেনা-বেচা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে এছাড়া অন্য কিছুই ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুমতি প্রদান করেননি।

২.৩২. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا .

২০৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) খেজুর মেপে ক্রয় করা এবং শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) আঙ্গুর মেপে বিক্রি করা।

২.৩৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ فِي رُؤْسِ النَّخْلِ .

২০৩৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা এবং মোহাকাল (ক্ষেতে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর (যা এখনো গাছেই আছে) ক্রয় করা।

২.৩৪. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

২০৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মোহাকালার<sup>২০</sup> ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২.৩৫. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخُرْصِهَا.

২০৩৫. য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার মালিককে তা আন্দাজে পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক বিক্রয় করার অনুমতি দান করেছেন।

৮৩-অনুচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বৃক্ষোপরি খেজুর বেচাকেনা করা।

২.৩৬. عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يَبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالْدينَارِ وَالْدينَرِ إِلَّا الْعَرَايَا.

২০৩৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফল (খেজুর) পরিপক্ব ও ব্যবহারোগ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন এবং আরায়্যা ব্যতীত তা দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া বিক্রি করাও যাবে না।

২.৩৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خُمْسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ ثَوْنِ خُمْسَةٍ أَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ.

২০৩৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) কি পাঁচ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণে আরায়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? হী অনুমতি প্রদান করেছেন।

২.৩৮. عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنَّمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخُرْصِهَا بِأَكْلِهَا أَهْلُهَا رُطْبًا وَقَالَ سَفِيَّانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخُرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ وَقَالَ سَفِيَّانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِي

২০. মোহাকালার হল ক্ষেতে ছড়া বা শীষের মধ্যকার গম ক্ষেত হতে সংগৃহীত শুকনো গমের বিনিময়ে আন্দাজে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মোযাবানা হল সংগৃহীত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত বা তাজা খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। কেননা আন্দাজ করে কোন জিনিস এভাবে বিক্রি করা বৈধ নয়।

أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سَفِيَّانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قِيلَ لِسَفِيَّانٍ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا .

২০৩৮. সাহল ইবনে আবু হাছমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা খেজুর যা এখনো গাছেই আছে) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরিয়্যার অনুমতি দিয়েছেন। সুফিয়ান দ্বিতীয়বার যা বলেছেন তা হল, তবে তিনি খেজুর তার মালিককে আন্দাজে বিক্রি করতে অনুমতি প্রদান করেছেন যেন তারা রসযুক্ত খেজুর খেতে পারে। এবং তিনি বলেছেন যে, আসলে উভয়টি একই। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি তখন অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি ইয়াহুইয়াকে বললাম, মক্কাবাসীগণ বলে থাকেন, নবী (সঃ) আরিয়্যা পদ্ধতিতে বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, মক্কাবাসী তা কিভাবে জানল? আমি বললাম, তারা (মক্কাবাসীগণ) জাবের থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এ কথায় ইয়াহুইয়া চুপ হয়ে গেলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, এ কথা বলার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, জাবের (রা) তো মদীনাবাসী। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞা তো এতে নেই? তিনি বললেন, না।

৮৪-অনুচ্ছেদ : আরিয়্যার ব্যাখ্যা। মালেক (র) বলেছেন, আরিয়্যা হল, এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে ফল খাওয়ার জন্য খেজুর গাছ দান করা। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির (যাকে দান করা হল) বার বার বাগানে প্রবেশের কারণে বিরক্তিবোধ হওয়ায় গাছের মালিক কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে গাছের উক্ত খেজুর খরিদ করে নেয়া। ইবনে ইদরীস বলেছেন, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত খেজুর নগদ ও মেপে কিনাকে আরিয়্যা বলে। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা)-র এই কথা থেকে এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়, “সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে”। ইবনে ইসহাক নাক্ফ ও ইবনে উমরের মাধ্যমে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আরিয়্যা হল, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মালের মধ্য হতে একটা বা দু’টা খেজুরবৃক্ষ অপর ব্যক্তিকে দান করা। ইয়াযীদ সুফিয়ান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা হল, যে খেজুর বৃক্ষ দরিদ্র ব্যক্তিদের দান করা হয় সেগুলো। কিন্তু নিত্য দরিদ্র হওয়ার কারণে অভাব পূরণার্থে উক্ত ব্যক্তির ঐ বৃক্ষের খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং শুকনো খেজুরের যে পরিমাণের বিনিময়েই হোক না কেন তাদের তা বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

২.৩৯. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقَبَةَ وَالْعَرَايَا نَخْلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا .

২০৩৯. য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন- ওজন করা খেজুরের বিনিময়ে গাছের অনুমান করা খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে। মুসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা বলা হয় নির্দিষ্ট খেজুর বৃক্ষ যার কাছে এসে লোকেরা তা কিনে নেয়।

৮৫-অনুচ্ছেদ : ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা। লাইস ... য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় লোকেরা ফল কেনা-বেচা করত। ফসল সংগ্রহের সময় হলে খরিদার এসে বলত, ফসলের বিপর্যয় হয়েছে, রোগ হয়েছে, পোকায় ধরেছে, ওকিয়ে গেছে ইত্যাদি কথা বলে ঝগড়া করত। মীমাংসার মানসে এ ধরনের ঝগড়া বিবাদ বহুল পরিমাণে পৌছতে থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ব্যাপারে বলেন, যদি তোমরা এ ধরনের কেনা-বেচা পরিত্যাগ করতে না পার তবে ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়-বিক্রয় কর না। আর যেহেতু বহুল পরিমাণে অভিযোগ মীমাংসার মানসে তাঁর কাছে আসছিল সে কারণে পরামর্শ স্বরূপ তিনি এ কথা বলেছিলেন। খারিজা ইবনে য়ায়েদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) ফলের রং লাল ও মেটে লাল শষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর জমির ফল বিক্রি করতেন না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আলী ইবনে বাহর এ বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট হাকাম ....য়ায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

২.৪. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ .

২০৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ব্যবহারোপযোগী না হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি নিষেধ করেছেন।

২.৪১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُقَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَغْنَى حَتَّى تَحْمَرَّ .

২০৪১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) পাকার পূর্বেই খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন, এর অর্থ হল পেকে লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

২.৪২. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

২০৪২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রং-এর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ লাল বা মেটে লাল হওয়া এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

৮৬- অনুচ্ছেদ : ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই খেজুর ক্রয় বিক্রয় করা।

২.৪৩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِئِلٌ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارٌ أَوْ يَصْفَارٌ .

২০৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উপযোগিতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে এবং রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে মহানবী (সঃ) নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রং পরিবর্তিত হওয়া বলতে কি বুঝায়? উত্তরে তিনি (সঃ) বললেন, লালবর্ণ ও মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা।

৮৭-অনুচ্ছেদ : ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকে সে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে হবে।

২.৪৪. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْمِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْمِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمْرًا قَبْلَ أَنْ يُبْدُوَ صَلَاحَهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاصَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّعٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَّبَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ .

২০৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফলের রং না আসা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, (ফলের) রং আসার অর্থ কি? তিনি বললেন, লোহিত বর্ণ ধারণ করা। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আচ্ছা বল তো আল্লাহ যদি ফলের উৎপাদন প্রতিরোধ করেন তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন অধিকারে (কিসের বিনিময়ে) তার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে। ইবনে শিহাব বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি উপযোগিতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল ক্রয় করে এবং পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মালিককে অর্থাৎ বিক্রেতাকে ঐ ক্ষতির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে আমার কাছে

বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ফলের উপযোগিতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করো না এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের (রসযুক্ত) খেজুর বিক্রি কর না।

৮৮- অনুচ্ছেদ : বাকিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা।

২.৬০. عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرُّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً .

২০৪৫. আ'মাশ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা বন্ধক রেখে বাকিতে ক্রয়ের কথা ইবরাহীমের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এরূপ করতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তিনি আমাকে আসওয়াদের মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনাগেল যে, নবী (সঃ) একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকিতে এক ইহুদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং স্বীয় লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ : উত্তম খেজুরের বিনিময়ে খারাপ খেজুর বিক্রি করা।

২.৬১. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِاللَّزْرِ أَهْمُ ثُمَّ ابْتَغِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيبًا .

২০৪৬. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারে তহশীলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে তাঁর (সঃ) কাছে উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে আসলে তিনি (তা দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারে সকল খেজুরই এরূপ উত্তম? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর শপথ! সকল খেজুর এরূপ নয়। আমরা এগুলো এক সা' অন্যগুলোর দু'সা'র বিনিময়ে এবং এগুলোর দু' সা' অন্যগুলো তিন সা'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এরূপ করবে না। বরং পাঁচ মিশালী খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে উত্তম খেজুর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে।

৯০-অনুচ্ছেদ : স্ত্রী খেজুরের কাদিতে নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট (তাবীর) করানো হয়েছে এরূপ খেজুর গাছের বিক্রেতা কিংবা ফসলসহ জমি বিক্রেতা বা ঠিকা হিসেবে প্রদানকারীর বর্ণনা। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম আমার নিকট----- ইবনে উমরের আশাদকৃত দাস নামে থেকে



বর্ণনা করেছেন যে, নর খেজুর গাছের রেণু প্রবিষ্ট করানো হয়েছে এমন খেজুর গাছ কেউ বিক্রি করলে ফলের কথা যদি উল্লেখ করা না হয় তবে রেণু প্রবিষ্টকারী ব্যক্তিই ফলের অধিকারী হবে। কৃতদাস ও ক্ষেতের ফসলের ব্যাপারেও একইরূপ সিদ্ধান্ত হবে। নাফে এ তিনটি জিনিসের নামই তাঁর কাছে উল্লেখ করেছিলেন।

২.৪৭. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتَ فَنَمَرُهَا لِلْبَّاعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَبَاعُ .

২০৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট করানো খেজুর গাছ বিক্রি করে আর ক্রেতা ফল নেয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকে তবে ঐ গাছের খেজুর বিক্রেতার প্রাপ্য হবে।

৯১-অনুচ্ছেদ : মাঠের ফসল (যা এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যাশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করার বর্ণনা।

২.৪৮. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ أَنْ يُبَيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَثِيلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يُبَيْعَهُ بِزَبِيبٍ كَثِيلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يُبَيْعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .

২০৪৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানের ফল যদি খেজুর হয় তবে তা ওজনকৃত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে, আঙ্গুর হলে ওজনকৃত শুকনো আঙ্গুরের (মোনাকা) বিনিময়ে এবং অন্য কোন ফসল হলে (যা ক্ষেত হতে এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যাশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে এবং এরূপ প্রকৃতির সকল রকম কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন।

৯২-অনুচ্ছেদ : মূল শিকড় সমেত খেজুর গাছ বিক্রি করা (অর্থাৎ গাছসহ বিক্রি করা)।

২.৪৯. عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبْرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبْرَ الثَّمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُتَبَاعُ .

২০৪৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি খেজুর গাছ তাবীর (নর খেজুরের পুষ্প রেণু স্ত্রী গাছের কাঁদিতে প্রবিষ্ট) করার পর গাছটিই বিক্রি করে দিলো। (কেনার সময়) ক্রেতা ফল পাওয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকলে ঐ গাছের খেজুর তাবীরকারী ব্যক্তির প্রাপ্য হবে।

৯৩-অনুচ্ছেদ : কাঁচা ফল ও ফসল বিক্রি করা।

২.৫০. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَخَاضَرَةِ وَالْمُلَاسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمَرْابِنَةِ .

২০৫০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোহাকালাহ, মোখাদারাহ, মোলামাসাহ, মোনাবায়াহ ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। ২১

২.৫১. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى تَزْمُو فَقُلْنَا لَأَنَسٍ مَا زَمَوْهَا قَالَ تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ .

২০৫১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রং না আসা পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রং আসা বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন [নবী (সঃ) বলেছেন] লাল বা মেটে লালবর্ণ ধারণ করা। আচ্ছা বল তো, আব্বাহ যদি ফল থেকে (কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা) বঞ্চিত করেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করা বৈধ মনে করবে?

৯৪-অনুচ্ছেদ : খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা এবং তা খাওয়ার বর্ণনা।

২.৫২. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرُّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَارَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحَدْتُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

২০৫২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমি নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় তিনি খেজুর গাছের মাথি খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন,

২১. মোহাকালাহ-ক্ষেতে শীঘ্রের মধ্যকার গম বা অনুরূপ অন্য কোন ফসল সঞ্চার করে মাড়াই করার পূর্বে অর্থাৎ ক্ষেতে থাকতেই সংগৃহীত ও ওজনকৃত শুকনো গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। মোখাদারাহ হল, ফল বা খাদ্যশস্য কাঁচা বা অপোক্ত থাকতেই বা উপযোগিতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় করা। মোলামাসাহ হল, ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্য বলে যে কোন একজন বা উভয়ে অপর জনের বা সম্পদের পরিধেয় স্পর্শ করে ক্রয়-বিক্রয়কে নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জাহিলী যুগের নিয়ম ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে একজন আরেক জনের বস্ত্র স্পর্শ করলেই বিক্রয় নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় হয়ে যেত। মোনাবায়াহ হল, অনুরূপভাবে কেনা-বেচার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরের দিকে কাপড় নিক্ষেপ করে ক্রয়কে নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় করা। আর মোযাবানা হল, সংগৃহীত শুকনো ও ওজনকৃত খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটা বৃক্ষ আছে ঈমানদার লোকের মত। ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি তখন মনে করলাম যে, বলি, উক্ত গাছ হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি বয়সে সবার ছোট (হওয়ার কারণে লজ্জায় তা বললাম না)। পরে তিনি (সঃ) বললেন, তা হল খেজুর গাছ।

৯৫-অনুচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ এবং ওজন ইত্যাদি প্রত্যেক শহর বা এলাকবাসীর নিজস্ব পরিচিত ও প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। তাদের আচার-আরচণ, নিয়ত এবং অধিক প্রচলিত নিয়ম-কানুন গ্রাহ্য হবে। সুরাইহ তাঁতীদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে তোমাদের রসম-রেওয়াজ অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। আবদুল ওয়াহহাব আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, দশ টাকায় ক্রীত বস্তু এগার টাকায় বিক্রি করা যাবে। খরচের জন্য মুনাফা গ্রহণ করা হয়। নবী (সঃ) হিন্দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যথারীতি ততটা গ্রহণ কর, যতটা তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়। মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

“যে দরিদ্র তাকে নিয়ম মারফিক

উত্তম পন্থায় গ্রহণ করা উচিত।” হাসান (বসরী) আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট থেকে একটা গাধা ভাড়া করে জিজ্ঞেস করলেন, বিনিময়ে কত ভাড়া দিতে হবে? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাস) বলেন, দুই দানিক (অর্থাৎ এক দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে)। এ কথা শুনে তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন অর্থাৎ সম্মত হয়ে গেলেন। পরে অন্য এক সময় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট গিয়ে বললেন, গাধা দরকার, গাধা (অর্থাৎ ভাড়া করতে চাই)। এরপর কোন ভাড়া বা শর্ত নির্ধারণ ছাড়াই তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসকে) আধা দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

২.০২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَجَّم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو طَيْيَةَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜِهِ.

২০৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে (রক্তমোক্ষণের জন্য) শিংগা লাগালে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এক সা' খেজুর প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তার মনিবকে তার নির্ধারিত প্রদেয় কমানোর নির্দেশ প্রদান করলেন।

২.০৪. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هُنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ أَخْذُ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَيَتُوكِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ.

২০৫৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়ার মা হিন্দ এসে রসূলুদ্বাহ (সঃ)-কে বলল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার প্রয়োজন মিটানোর জন্য আমি যদি তার সম্পদ থেকে চুপে চুপে কিছু গ্রহণ করি তাতে কি আমার গোনাহ হবে? জবাবে তিনি (সঃ) বললেন, তুমি ও তোমার সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তার সম্পদ থেকে ততটুকু গ্রহণ কর যতটুকু তোমাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়।

২.৫৫. عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ أَنْزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يَقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ .

২০৫৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি বিত্তশালী ও সম্বল তার জন্য বিরত থাকাই উচিত, আর যে বিত্তহীন দরিদ্র তার সৎভাবে গ্রহণ করা উচিত” মহান আল্লাহর এই বাণীটি ইয়াতীম বালক বালিকাদের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে—যারা তাদের দেখাশোনা করে ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যদি তারা বিত্তহীন দরিদ্র হয় তবে তারা ইয়াতীমদের সম্পদ সৎভাবে গ্রহণ করতে পারে।

৯৬-অনুচ্ছেদঃ এক অংশীদার কর্তৃক (তার অংশ) আরেক অংশীদারের নিকট বিক্রি করা।

২.৫৬. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

২০৫৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সর্ব প্রকারের এজমালী সম্পদ (নৈকটোর ভিত্তিতে) ক্রয়ের (শুফআ বা ক্রয়ে অগ্রাধিকার) আধিকার প্রদান করেছেন। সীমা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং পথ করে দেয়া হলে (অগ্রাধিকারের দাবিতে) ক্রয়ের (Pre-emption) অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

৯৭-অনুচ্ছেদঃ এজমালী জমি, বাড়ী ও অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রয় করা।

২.৫৭. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ .

২০৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক এজমালী সম্পদে নবী (সঃ) ক্রয়ে অগ্রাধিকার থাকার ফয়সালা প্রদান করেছেন। (বন্টনের পর প্রত্যেকের) যখন সীমা নির্ধারিত হয়ে গেল এবং রাস্তা হয়ে গেল, তখন আর অগ্র-ক্রয়াদিকার (Per-emption) থাকবে না।

৯৮-অনুচ্ছেদঃ কারো বিনা অনুমতিতে তার জন্য কোন দ্রব্য উন্নয় করা হলো এবং সে তাতে সম্মতি প্রদান করলো।

২০৫৮- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ مَشُورًا فَاصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَأَنْحَطَتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اذْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثُمَّ أَجِئُ فَأَحْلُبُ فَأَجِئُ بِالْحَلَابِ فَأَتِي بِهِ أَبِي فَيَشْرِيَانِ ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَأَهْلِي وَأَمْرَأَتِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَفَكَّرْتُ أَنْ أَوْقِظَهُمَا وَالصَّبِيَّةَ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ رِجْلِي فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِبِي وَدَائِبُهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَقْضِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمْ الثَّلَاثِينَ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا يَفْرِقُ مِنْ ذُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَرَزَعْتُهُ حَتَّى اسْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اسْتَهْزِئْ بِي قَالَ فَقُلْتُ مَا اسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ -

২০৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হয়ে পথ চলতে থাকাকালে বৃষ্টি শুরু হলে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। (এই সময়) ওপর থেকে একটা বড় পাথর সটকে পড়লে (তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই) গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। নবী (সঃ) বলেন, তারা একে অপরকে বলল, তোমাদের

কৃত সর্বোত্তম আমলের কথা বলে (পাথর অপসারিত হওয়ার জন্য) আল্লাহর কাছে দোআ করো। সুতরাং তাদের একজন এই বলে দোআ করল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে মাঠে গিয়ে পশু পাল চরাইতাম। অতঃপর বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে (সর্বপ্রথম) আমার (বৃদ্ধ) পিতা-মাতার কাছে যেতাম এবং তারা পান করত। এরপর আমার সন্তান, বাড়ীর পোষ্য ও আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একদিন আমার বাড়ী ফিরতে দেৱী হলে রাত্রি হয়ে গেল। আমি (বাড়ী) এসে দেখলাম তারা (আমার মাতা পিতা) নিদ্রা যাচ্ছেনা। তাই আমি তাদেরকে জাগ্রত করা ভাল মনে করলাম না। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে কঁদতে থাকল। আমি তাদের (পিতা-মাতার) জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম এবং এভাবেই ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা একটু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আসমান দেখতে পাই। নবী (সঃ) বলেন, গুহার মুখ থেকে পাথর কিছুটা অপসারিত হল। অন্যজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এতো বেশী ভালবাসতাম, একজন পুরুষ একজন নারীকে যত বেশী ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে বলল, তুমি আমাকে একশত দীনার না দেয়া পর্যন্ত তা (তোমার আকাংক্ষিত বস্তু) লাভ করতে পারবে না। সুতরাং বহু কষ্টে ও চেষ্টা করে আমি তা সফল করলাম। অতঃপর আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝে উপবেশন করলাম তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় করো এবং (বিয়ে না করে) অবৈধভাবে আমার কুমারীত্ব ও সতীত্ব হরণ করো না। তখন আমি তাকে ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি তা করেছিলাম, তাহলে (গুহা-মুখের) পাথরখানা আরো একটু সরিয়ে দাও। নবী (সঃ) বলেন, পাথরখানাকে এবার দুই-তৃতীয়াংশ সরিয়ে দেয়া হল। অন্য ব্যক্তি (তৃতীয় জন) বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি এক ফারাক (তিন সা') খাদ্যশস্যের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। আমি যখন তাকে তা প্রদান করলাম তখন সে তা নিতে অস্বীকৃতি জানাল। আমি ঐ এক ফারাক শস্যের কথা ভাবলাম এবং তা নিয়ে জমিতে বপন করলাম এবং এভাবে তা দিয়ে গরু কিনলাম ও রাখালের ব্যবস্থা করলাম। পরে (এক সময়ে) সে ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পাওনাটা আমাকে পরিশোধ করুন। আমি বললাম, গরুর পাল ও রাখাল যেখানে আছে সেখানে যাও এবং সেগুলো তোমারই সম্পদ। (একথা শুনে) সে বলল, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বরং ওগুলো সত্যিই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে পাথর অপসারণ করে গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দাও। সুতরাং (পাথর অপসারণ করে) গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দেয়া হল।

৯৯-অনুবোধঃ শত্রু রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং মুশরিকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা।

২.০৭- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ۖ بَيْعًا أَمْ عَظِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ  
هَبَّةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَأَشْتَرِي مِنْهُ شَاةً -

২০৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। এই সময় দীর্ঘদেহী ও মাথার কেশ অবিন্যস্ত এক মুশরিক ব্যক্তি বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলো। নবী (সঃ) তাকে বললেন, বিক্রি করতে চাও না উপহার দিতে, অথবা তিনি বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দান করতে চাও? লোকটি বলল, না বরং বিক্রি করতে চাই। নবী (সঃ) তার নিকট থেকে একটা বকরী ক্রয় করে নিলেন।

১০০-অনুচ্ছেদঃ শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ও আযাদ করে দেয়া সম্পর্কে। নবী (সঃ) সালমান (ফারসী)-কে বলেছিলেন, মোকাতাবা (আযাদ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে লিখিত চুক্তি) করে নাও। তিনি (সালমান ফারসী) আযাদ মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষ তার প্রতি জুলুম করে তাঁকে (দাস হিসেবে) বিক্রি করেছিল। আশ্বার, সুহাইব ও বিলাল (রা)-কে বন্দী করা হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاللَّهُ فَضْلٌ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ فَهُمْ سَوَاءٌ أَفَبِنِيمَةٍ اللَّهُ يَجْمَدُونَ -

“আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে রিক্রির ব্যাপারে কতককে কতকের চাইতে মর্যাদাবান করেছেন। যাদেরকে মর্যাদাবান করা হয়েছে তারা পরস্পর সমতা আনয়নের জন্য স্বীয় কৃতদাসদেরকে উক্ত রিক্রি থেকে প্রদান করে না। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (সূরা নাহলঃ ৭১)২২

২. ৬. - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ۖ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَّارَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ

২২. অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রা) সালমান ফারসী (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, লোকেরা তাঁর প্রতি জুলুম করেছে ও দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। প্রকৃত ঘটনা হল, সালমান ফারসী (রা) ছিলেন প্রথম জীবনে অগ্নি উপাসক। সত্যের অবশেষে তাঁর পিতাকে ছেড়ে বের হন এবং পরপর তিনজন পাত্রীর শরণাগত হন এবং তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাহচর্যে থাকেন। শেষোক্তজন হেজাজ জমির কথা বলে সেখানে রসূলগ্ৰাহ (সঃ) আত্মপ্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে তাঁকে অবহিত করে। পশ্চিমধ্যে ওয়াদিল কুরা নামক জায়গাতে তাঁকে কৃতদাস হিসেবে এক ইয়াহুদের নিকট বিক্রয় করে দেয়া হয়। অতঃপর বন্দী কুরাইযা গোত্রের অপর এক ইয়াহুদী তাঁকে ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে আসে। পরে রসূলগ্ৰাহ (সঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে সালমান ফারসী তাঁর নবুওয়্যাতের আলামতসমূহ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলগ্ৰাহ (সঃ) তখন তাঁকে মোকাতাবা করতে বলেন এবং এভাবে তিনি পরে দাসত্বের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ  
 قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكَ أُخْتِي وَاللَّهِ  
 إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوْضًا  
 وَتُصَلِّيَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ أَمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى  
 زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَى الْكَافِرِ فَغَطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو  
 سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ يَقَالُ هِيَ قَتَلْتَهُ  
 فَأَرْسَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوْضًا تُصَلِّيَ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ أَمَنْتُ بِكَ  
 وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَى هَذَا الْكَافِرِ فَغَطَّ  
 حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ  
 اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيَقَالُ هِيَ قَتَلْتَهُ فَأَرْسَلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ  
 مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا أَرْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهَا أَجْرَ فَرَجَعَتْ إِلَى  
 إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً -

২০৬০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। তাঁকে সংগে নিয়ে যখন তিনি এমন একটি জনপদে উপস্থিত হলেন, যেখানে এক বাদশাহ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোন এক অত্যাচারী থাকত। তাকে (বাদশাহকে বা অত্যাচারীকে) অবহিত করা হল যে, ইবরাহীম একজন নারীসহ আগমন করেছে, যে নারীদের মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী ও সুশ্রী। তাই সে (বাদশাহ বা অত্যাচারী) তাঁর (ইবরাহীমের) কাছে এই মর্মে জানতে চেয়ে লোক পাঠালো যে, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গিনী মহিলাটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর সারার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করো না। আমি তাদেরকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! গোটা এই এলাকায় (দেশে) আমি আর তুমি ব্যতীত কোন ঈমানদার নেই। এরপর তিনি তাঁকে (সারাকে) বাদশাহর কাছে পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর কাছে গেলে তিনি (সারা) উঠলেন, উষ্ম করলেন, নামায পড়লেন এবং এই বলে দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি সত্যিকারভাবেই যদি তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সত্যত্ব হেফাজত ও রক্ষা করে থাকি, তাহলে কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। তৎক্ষণাৎ সে (বাদশাহ মাটিতে পড়ে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! যদি সে এখন মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে যে, সেই মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং তার (বাদশাহর) উক্ত



অবস্থা বদলিত হয়ে গেলে সে আবার তাঁর (সারার) কাছে এগিয়ে গেল। তখন তিনি (সারা) উঠে উযু করেন, নামায আদায়ের পর দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি যদি সত্যিই তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সতীত্বকে রক্ষা করে থাকি তাহলে এ কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। (এ কথা বলার সাথে সাথে) সে (বাদশাহ) মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! (এখন) যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে এ মহিলাটি তাকে (বাদশাহকে) হত্যা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারের পর সে বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার নিকট এক শয়তান বৈ প্রেরণ কর নাই। তাকে ইবরাহীমের নিকট নিয়ে যাও এবং আজারকে (হাজেরাকে) তাকে প্রদান কর। তখন তিনি (সারা) ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ কাফেরকে নিরাশ, লাঞ্চিত ও মনোক্ষুণ্ণ করেছেন এবং একজন সেবিকা প্রদান করেছেন?

২.৬১ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصِمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غَلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظِرْ إِلَى شَبِيهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلِيٍّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبِيهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطً -

২০৬১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একটা বালকের দাবী নিয়ে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং আব্দ ইবনে যামআ ঝগড়ায় লিপ্ত হলেন। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সন্তান। তিনি আমাকে ওছিয়ত করে গিয়েছেন যে, সে তার পুত্র। উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সংগে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। আর আব্দ ইবনে যামআ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই। আমার পিতার বাড়ীতে (তার বিছানায়) তার দাসী-গর্ভে জন্মলাভ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এসব শুনে) তার (বালকটির) চেহারার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং দেখতে পেলেন, উতবার চেহারার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি (রায় দিয়ে) বললেন, এ বালক তোমার জন্য হে আব্দ ইবনে যামআ। কেননা যার বিছানা, সন্তান তারই। আর যেনাকারীর জন্য পাথর। আর হে সাওদা বিনতে যামআ! তুমি তার (বালকটির) সামনে পর্দা করবে। সুতরাং তারপর সাওদা (রাঃ) আর কোনদিন তাকে দেখেননি (বা দেখা দেননি)।

২.৬২ - عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُحْبَيْهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا

تَدْعُ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ فَقَالَ صُهِيبٌ مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنِّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ -

২০৬২. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সোহাইবকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রকৃত পিতা ছাড়া আর কারো সাথে নিজের বংশ সম্পর্কের দাবী করো না। এ কথা শুনে সোহাইব (রাঃ) বললেন, এতো এতো সম্পদের বিনিময়েও আমার নিকট তা পসন্দনীয় নয় যে, আমি ঐরূপ (অর্থাৎ ভাষা রুম্ব হওয়া সত্ত্বেও আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করব)। আসল ব্যাপার হল আমাকে শিশু বয়সেই চুরি করা হয়েছিলো২৩

২.৬৩- عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ أَتَحَنَّنْتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَةٍ وَعَقَاقَةٍ وَهَدَقَةٍ مَلَ لِي فِيهَا أَجْرٌ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلِمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ -

২০৬৩. হাকীম ইবনে হিয়াম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! জাহিলী যুগে আমি কিছু ভাল কাজ করতাম, যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কৃতদাসকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করা এবং দান খয়রাত করা। এসব কাজের জন্য কি আমি কোন পুরস্কার লাভ করব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, অতীতের সৎকর্ম সহই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ (অর্থাৎ জীবনে তুমি যেসব সৎকাজ করেছ তার জন্য পুরস্কৃত হবে)।

১০১-অনুচ্ছেদঃ প্রক্ৰিয়াজাত করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে।

২.৬৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَلَأَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا -

২০৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাচ্ছ না কেন? লোকেরা বলল, এ যে মৃত (বকরী)। তিনি (সঃ) বললেন, (তাতে কি হয়েছে) মৃত জীব খাওয়া শুধু হারাম করা হয়েছে।

২৩. সোহাইব (রাঃ) হলেন সোহাইব ইবনে সিনান। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন আরব। মাওসিলের নিকটবর্তী এলাকায় ছিল বাসস্থান। রোমানরা ঐ এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সোহাইব (রাঃ) ছিলেন সেই সময় একটি শিশু মাত্র। তাই তিনি রুম্বী ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি দাবী করতেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আরব। কিন্তু অনেকেই তা জানত না বলে এবং তাঁর ভাষা রুম্বী ভাষা বলে থাকে আরব বলে স্বীকার করত না। সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উল্লেখিত কথাটি এই কারণেই বলেছিলেন। আর তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি আরব কিন্তু ছোট থাকতেই রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। এজন্য আমি রোমান ভাষায় কথা বলি।

কিতাবুল বুয়

১০২-অনুচ্ছেদঃ শূকর হত্যা করা। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) শূকরের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

২.৬৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مَقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعَ الْجَزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ -

২০৬৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সেই মহান সন্তার শপথ যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনে মরিয়ম [ঈসা (আঃ)] ন্যায়বান শাসক হয়ে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন (আসবেন)। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করে ফেলবেন এবং জিয়্যা উঠিয়ে দিবেন। আর সম্পদের প্রাচুর্য এত বেশী হবে যে, কেউই তা (দান) গ্রহণ করতে চাইবে না।

১০৩- অনুচ্ছেদঃ মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয়। এরূপ চর্বিজাত তেল বিক্রি করা যাবে না। এ সংক্রান্ত হাদীস জাবের (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

২.৬৬- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا -

২০৬৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জানতে পারলেন যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত।

২.৬৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَآكَلُوا أَثْمَانَهَا -

২০৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবু তারা তা বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করত।

১০৪-অনুচ্ছেদঃ প্রাণহীন জিনিসের ছবি ক্রয়-বিক্রয় করা এবং এসব ছবির মধ্যে যেগুলো অপসন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তার বর্ণনা।

২০৬৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُهُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَى الرَّجُلُ رُبُوبَهُ شَدِيدَةً وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أُبَيِّتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِيِّنَ أَنَّهُ هَذَا الْوَاحِدُ -

২০৬৮. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ যে, আমি হস্তশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করি। আর আমার শিল্প হল, আমি এসব ছবি অংকন করি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে (এ ব্যাপারে) যা শুনেছি তাই তোমাকে বলব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করবে, যতক্ষণ না সে উক্ত ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আযাব দিতে থাকবেন। অথচ সে কখনো তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। এ কথা শুনামাত্র লোকটি ভয়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক! এ কাজ করা ছাড়া তোমার যদি কোন গত্যন্তর না থাকে, তাহলে এসব বৃক্ষের এবং প্রাণহীন বস্তুর ছবি তুমি তৈরী করতে পার।

১০৫-অনুচ্ছেদঃ শরাবের ব্যবসা হারাম। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শরাবের ক্রয়-বিক্রয় হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন।

২০৬৯- عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ أُخْرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ حَرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ -

২০৬৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী (সঃ) (লোকদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

১০৬-অনুচ্ছেদঃ স্বাধীন মানুষ বিক্রি করা গোনাহ।

২০৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَلَاةً أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ -

২০৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে, যে ব্যক্তি মুক্ত স্বাধীন মানুষ বিক্রি করেছে এবং যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরাপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তাকে মজুরী প্রদান করেনি। ২৪

১০৭-অনুচ্ছেদঃ মদীনা থেকে বহিষ্কার ও উচ্ছেদকালে নিজ মালিকানাধীন ভূমি বিক্রি করে দেয়ার জন্য ইহুদীদের প্রতি নবী (সঃ)-এর নির্দেশ। আল-মাকরুরী আবু হুরায়রা (রা) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ২৫

১০৮-অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসের বিনিময়ে কৃতদাস এবং জম্মুর বিনিময়ে জম্মু বাকীতে বিক্রি করা। ইবনে উমর (রাঃ) চারটি উটের বিনিময়ে একটি আরোহণ উপযোগী উট বাকীতে ক্রয় করেছিলেন এবং রাবায়াহ নামক জায়গায় উটটির মালিককে উটগুলোর হস্তান্তর করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ইবনে আবাস (রাঃ) বলেছেন, অনেক সময় একটা উট দুইটা উটের চাইতেও উত্তম হয়। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করে একটি তৎক্ষণাৎ হস্তান্তর করেছিলেন এবং অপরটি হস্তান্তর সম্পর্কে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ আগামী সকালে বিলহ না করেই হস্তান্তর করব। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেছেন, জম্মু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং দু'টি বকরীর বিনিময়ে একটা বকরী বাকীতে বিক্রি করলে সুদ হয় না। ইবনে সীরীন বলেছেন, ধারে বা বাকীতে দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করায় কোন দোষ নেই।

২.৭১- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةٌ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

২০৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খায়বারের) বন্দীদের মধ্যে সাফিয়াও ছিলেন। তিনি দাহিয়া আল-কালবীর অংশে পড়েন এবং পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অংশে এসে যান।

১০৯-অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসীদের বিক্রি করার বর্ণনা।

২৪. বর্তমান যুগে সংঘবদ্ধ অপহরণকারী দল স্বাধীন মুক্ত হলে-মেরেদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন দালালদের মাধ্যমে পাচার করে বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ কামাই করছে। এ হাদীসে দৃষ্টিতে এরা জঘন্য অপরাধী।

২৫. হাদীসটি হলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে গিয়ে বললেন, চল ইহুদীদের এলাকার যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তিনি ইহুদীদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব তোমাদের কারো কোন সম্পদ থাকলে তা বিক্রি করে দাও। এটা বনী নাজীর গোত্রের ক্ষেত্রে ষটেছিল। অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রঃ) এই হাদীসের দিকেই ইংগিত করেছেন।

২০৭২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُصِيبُ سَبِيًّا فَتُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ :  
أَوْ أَنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ اللَّهُ  
أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ -

২০৭২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা যুদ্ধে বন্দী নারীদের গনীমতের অংশ হিসেবে পেয়ে থাকি। তাদের গর্ভ সঞ্চারণ হোক তা আমরা কামনা করি না, বরং আমরা তাদেরকে বিক্রি করে মূল্য পেতে আগ্রহী। সুতরাং আযল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যস্থলন) করার ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা এরূপ কর নাকি? তোমরা এরূপ না করলেও (আযল না করলেও) কোন ক্ষতি নেই। কারণ যে সন্তান সৃষ্টি হয় তা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে সে সৃষ্টি হবেই।

১১০-অনুচ্ছেদঃ মোদাবির কৃতদাসের (মনিবের মৃত্যুর পর যে কৃতদাস আশাদ হবে) বিক্রির বর্ণনা॥২৬

২০৭৩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدَبَرَ -

২০৭৩. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মেদাবার কৃতদাস বিক্রি করেছেন।

২০৭৪- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ ﷺ يُسْئَلُ  
عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنَ قَالَ اجْلِدُوهَا ثَمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثَمَّ  
بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ -

২০৭৪. যাইয়েদ ইবনে খালেদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) উভয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন, ব্যতিচারিণী অবিবাহিতা ক্রীতদাসী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাকে চাবুক মার। পুনরায় ব্যতিচার করলে পুনরায় চাবুক মার। পুনরায় ব্যতিচার করলে পুনরায় চাবুক মার। এভাবে তৃতীয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চতুর্থ বারের পর বললেন, তাকে বিক্রি করে দাও।

২০৭৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةٌ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ

ইউ. মোদাবির ঐ কৃতদাসকে বলা হয় যার মালিক এই ঘোষণা দিয়েছে যে, তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত দাস আশাদ হয়ে যাবে।

زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُتْرَبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ الثَّلَاثَةَ فَتَبَيَّنَ زَنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرِ-

২০৭৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কারো দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ওপর হদ্দ (শরীআত নির্দিষ্ট শাস্তি) জারি করে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে হদ্দ জারি করে তাকে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। কিন্তু যদি সে পুনরায় তৃতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে একগাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

১১১-অনুচ্ছেদঃ ইচ্ছাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দাসীকে নিয়ে সফরে গমন করা যায় কিনা। হাসান (বসরী) সংগম ব্যতীত মোলামেশা ও চুরনে কোন প্রকার দোষ মনে করেন না। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, সংগমকৃত দাসীকে যদি দান করা হয় অথবা বিক্রি করা হয় অথবা আজাদ করে দেয়া হয়, তবে এক হায়েষ পর্যন্ত সে ইচ্ছাত পালন করবে। কিন্তু কোন কুমারী দাসীকে ইচ্ছাত পালন করতে হবে না। আতা বলেছেন, গর্ভবতী ক্রীতদাসীর সংগে সংগম ব্যতীত অন্য কিছু করতে কোন দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فائهم غير ملومين -

“সেই সব ঈমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাহানসমূহকে হেফাজত করেছে, কিন্তু স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের থেকে নয়। এ ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না” (মু’মিনুনঃ ৬)।

২.৭৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ ﷺ خَيْرٌ قَلَمًا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرْلَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيْثٍ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَفِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدْنِ مِنْ حَوْلِكَ فَكَانَتْ تَلِكُ وَلَيْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَوِّي لَهَا وَرَأَاهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ -

২০৭৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যখন খায়বার আগমন করলেন এবং আগ্রাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের ওপর বিজয় দান করলেন সেই সময় ইহুদী হয়্যাই ইবনে আখতারের কন্যা সাফিয়্যার রূপ ও সৌন্দর্য তাঁকে বর্ণনা করা হল। তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো এবং সে ছিল নব বিবাহিতা। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (সাফিয়্যাকে) নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাকে নিজের জন্য গ্রহণ করে সেখান থেকে যাত্রা করলেন। এভাবে আমরা সাদা রাওহা<sup>২৭</sup> নামক জায়গায় উপনীত হলে তিনি পবিত্রা হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বিয়ে করলেন। ছোট দস্তুরখানে হাইস নামক খাদ্য পরিবেশন করার ব্যবস্থা করে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দাও (যেন তারা এসে খাবার গ্রহণ করে)। এটাই ছিল সাফিয়্যার বিবাহে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রদত্ত বিবাহভোজ। এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম, স্বীয় আবা দ্বারা তিনি তাঁকে (সাফিয়্যাকে) আড়াল করে রেখেছেন। তিনি উটের কাছে বসে নিজের হাঁটু পেতে দিলেন। সাফিয়্যা তাঁর পা তাঁর (সঃ) হাঁটুর ওপর রেখে (উটে) আরোহণ করলেন।

১১২-অনুবাদ: মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রি করা।

২.৭৭- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيَذْنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ-

২০৭৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন। সেই সময় তিনি (সঃ) মক্কাতেই অবস্থানরত ছিলেন। আগ্রাহ ও তাঁর রসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আগ্রাহর রসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা নৌকায় লাগান হয়, চামড়ায় ঘষা হয় এবং জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি বললেন, না, তাও চলবে না, বরং এসব কাজে ব্যবহার করাও হারাম। এই সময়ই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেন, আগ্রাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আগ্রাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।

১১৩-অনুবাদ: কুকুরের মূল্য।

২.৭৮- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوتِ الْكَاهِنِ-

২৭. 'সাদা রাওহা' মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান।



২০৭৮. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের মূল্য, ব্যাভিচারিণীর ব্যাভিচারের দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনার দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

২.৭৭ - عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي حُجَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَامًا فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمَوَكِّلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ -

২০৭৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক হাযযাম কৃতদাস খরিদ করে তার যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হল। এ ব্যাপারে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য এবং (ব্যাভিচারের দ্বারা) কৃতদাসীর উপার্জিত অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন। আর তিনি উলকি অংকনকারী, উলকি গ্রহণকারী, সুদ গ্রহণকারী এবং সুদ প্রদানকারীকে লানত করেছেন। তিনি ছবি তৈয়ারকারীকেও লানত করেছেন।